বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ০৩, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬, মার্চ ২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

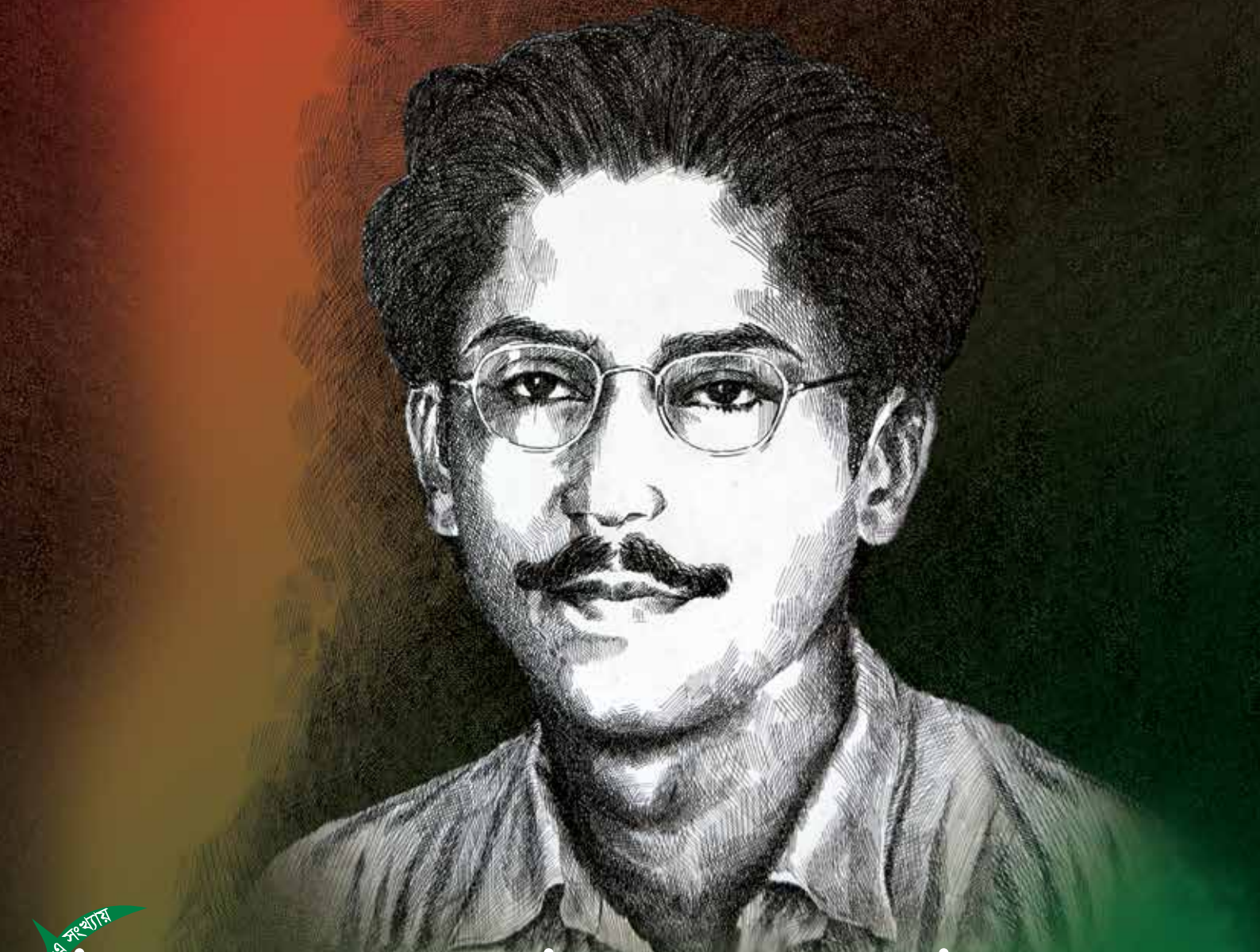

এ সংখ্যায়

- শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু: জীবিতের চেয়েও জীবন্ত তিনি
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি/বাণী
- 'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ লোগো প্রকাশ
- বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত উক্তিসমূহ
- মহারথীর মহাজীবনে মার্চ ১৯২০-১৯৭২
- বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা প্রসঙ্গ: মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরি
- করোনা ভাইরাস: যুবদের করণীয়
- ছড়া-কবিতা
- স্বাস্থ্য কথা
- খেলা-ধুলা
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

SCOUT SHOP BANGLADESH

স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ

০১৯২৬-৩৩৪০৭০
০১৭২৩-৪৮০১৮২
০১৭৩১-৬৭৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

বি.দ্রঃ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৪ ■ সংখ্যা ০৩
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬
মার্চ ২০২০

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মো. আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো. রিদওয়ানুর রহমান

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
agrodoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

‘সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালি জাতির জীবনে অনন্যসাধারণ একটি দিন। দৃঢ় প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায় দিনটি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধিকারের দাবিতে জেগে ওঠা নিরীহ বাঙালির ওপর চালিয়েছিল নির্মম হত্যাযজ্ঞ। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তারের আগমুহূর্তে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে। ২৫শে মার্চ কালোরাতে আত্মদানকারী সকল নিরীহ বাঙালিসহ জাতির পিতার প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

প্রিয় পাঠক আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ইতোমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহান এই ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী পালনের সকল প্রস্তুতি গৃহীত হলেও বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারীর এই দহনকালে তা স্থগিত করা হয়েছে।

কিন্তু আমরাতো এই মহান নেতাকে ভুলে থাকতে পারিনা। আর আপনাদেরকেও নিরাশ করতে চাইনা। মুজিববর্ষ সম্পর্কে আপনাদের ব্যপক আগ্রহ থাকায় সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, মুজিববর্ষের বিস্তারিত তথ্যমালায় সমৃদ্ধ করে, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে এবারের অগ্রদূত সংখ্যা। নিয়মিত বিভাগের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও ছাপানো হয়েছে এই সংখ্যায়। শিল্পী মতুরাম চৌধুরীর আঁকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তরুণ বয়সের ছবিটি প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যবহুল, চকচকে ছাপা, দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদসহ সব মিলিয়ে এবারের সংখ্যাটি পাঠকমনকে আনন্দিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সকলকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সূচীপত্র

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু: জীবিতের চেয়েও জীবন্ত তিনি	৩
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি/বাণী	৫
'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ লোগো প্রকাশ	৬
বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত উক্তিসমূহ	৭
মহারথীর মহাজীবনে মার্চ ১৯২০-১৯৭২	৯
বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা প্রসঙ্গ: মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরি	১০
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ	১২
বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম প্রকাশিত	১৩
করোনা ভাইরাস: যুবদের করণীয়	১৪
স্কাউটিং কার্যক্রম	১৭
মুজিব বর্ষে স্মারক মুদ্রায় শেখ মুজিব	২৫
স্মৃতিতে আমার স্কাউট জীবনে সাফল্যের খন্ডচিত্র	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
স্বাস্থ্য কথা	২৮
তথ্যপ্রযুক্তি	২৯
খেলা-ধুলা	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agrodoot@scouts.gov.bd

ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

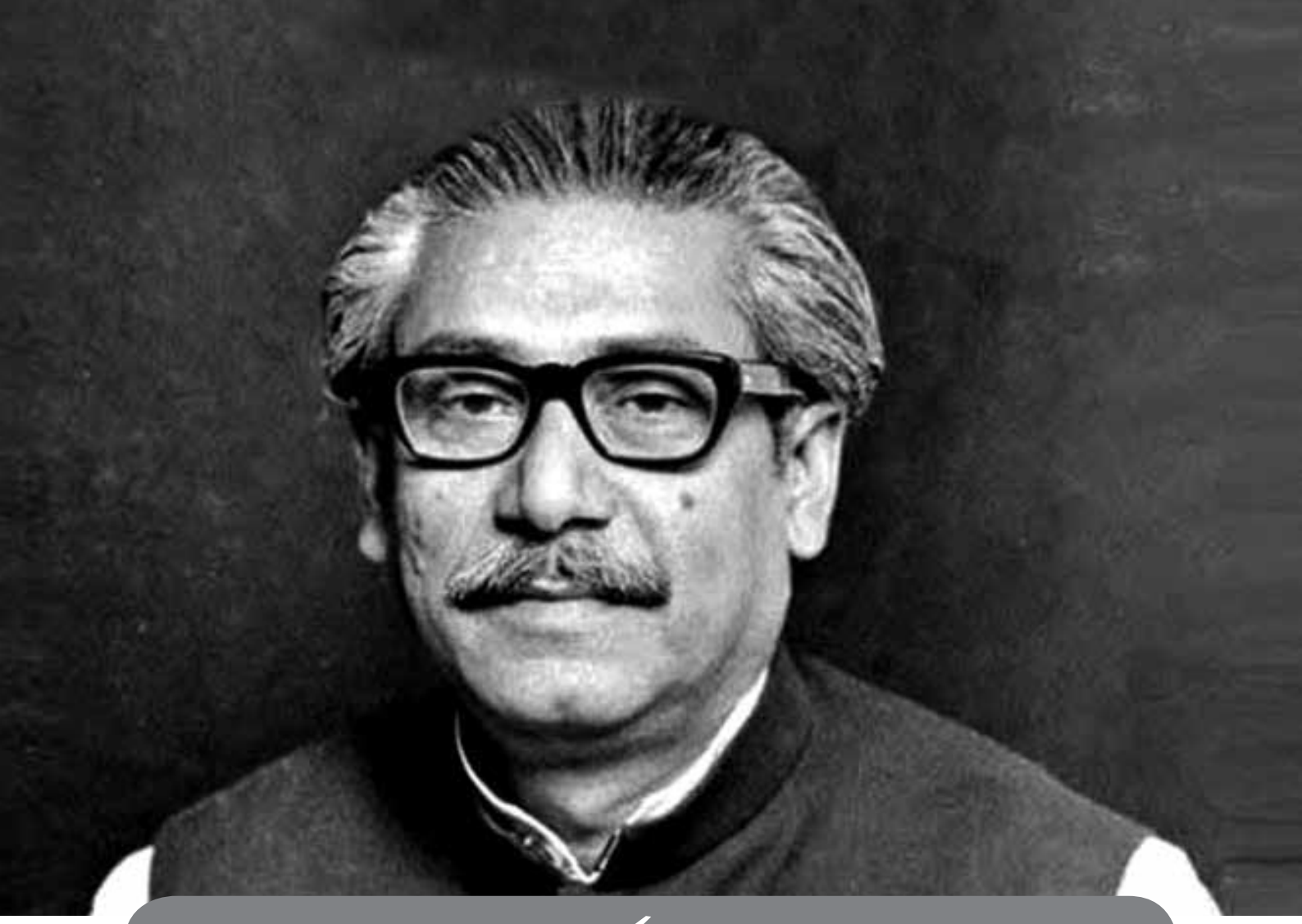

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুঃ জীবিতের চেয়েও জীবন্ত তিনি

বাঙালি জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ-এ নামটি যাঁর সেই মহানপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের তো বটেই সারা বিশ্বের শিশু কিশোর যুবকদের কাছে অনুপ্রেরণার আরেক নাম বঙ্গবন্ধু। বিশ্বমানবতার প্রাণপুরুষ এই মহান ব্যক্তিত্ব বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটে বেড়িয়ে বাঙালির কাছে পৌঁছে দেন পরাধীনতার শিকল ভাঙার মন্ত্র। সে মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে স্বাধীন দেশে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশে। প্রতিবারের মতো সমগ্র জাতি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে 'শিশু দিবস' হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্মরণ ও পালন করেছে।

১৯২০ সালের, ১৭ মার্চ রোজ বুধবার মহান এই নেতা, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান এবং সায়েরা খাতুন দম্পতির চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। ১৯৭৫ সালের, ১৫ আগস্ট রোজ শুক্রবার ভোরে একদল বিপথ গামী সেনা সদস্য হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি বেঁচে থাকতেন তবে ১৭ মার্চ ২০২০-এ হতেন শতায়ু। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাঙালির প্রাণের সখা, উদার মনোবৃত্তের এই সরলপ্রাণ মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের নিমিত্তে ১৭.০৩.২০২০ থেকে ২৬.০৩.২০২১ সময়কালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য এর আগে গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেজগাঁও এলাকার পুরাতন বিমান বন্দরে (জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড) 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশার সিংহভাগ সময় বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অতিবাহিত করেছেন। এর জন্য পাকিস্তানী স্বৈরশাসকের রোষানলে পড়ে জেলে কাটিয়েছেন দীর্ঘ একটা সময়। হিসেব করলে দেখা যায় তিনি তাঁর জীবনের ০৪ হাজার ৬৮২ দিন জেলে কাটিয়েছেন। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে প্রায় ১৮ বার জেলে যান। প্রায় ১৩ বছর বঙ্গবন্ধুকে জেলে কাটাতে হয়েছে। এসময় ৮টি জন্মদিন তাঁর কেটেছে কারাগারে।

১৯৫০ সালে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম তাঁর জন্মদিন কারাগারে কাটান। ১৯৫০ সালে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৩১তম জন্মদিন। সেবছর ১ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে কারাগারে পাঠায়। টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে কাটিয়ে ১৯৫২ সালে তিনি মুক্তি পান। এই দফায় বন্দীদশায় ১৯৫১ সালে তার ৩২তম জন্মদিনও কাটে জেলে। এরপর আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে টানা ১১৫৩ দিন বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে কাটাতে হয়। গ্রেফতারের ১৪ মাসের মাথায় তিনি মুক্তি পেলেও সেদিনই কারা ফটকে আবারো গ্রেফতার হন তিনি। ১৯৫৯ সালে ৪০তম, ১৯৬০ সালে ৪১তম এবং পরের বছর ১৯৬১ সালের ৪২তম জন্মদিনও কাটে কারাগারের চার দেয়ালের ভেতর। ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ ছিল তাঁর ৫২তম জন্মদিন; বিবর্ণ-বিদ্ধস্ত-উত্তাল সেই সময়।

জন্মদিন পালনের প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু কারাগারের রোজনামচায় লিখেছেন ১৭ই মার্চ ১৯৬৭। শুক্রবার, আজ আমার ৪৭ তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মদিন আমি কোনদিন নিজে পালন করি নাই... বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে।

বোবোধ হয় আমি জেলে আছি বলেই। 'আমি একজন মানুষ, আমার আবার জন্মদিন'! দেখে হাসলাম। মাত্র ১৪ তারিখে রেণু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখতে এসেছিল। আবার এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে অনুমতি কি দিবে? মন বলছিল, যদি আমার ছেলেমেয়েরা ও রেণু আসত ভালোই হত। ১৫ তারিখেও রেণু এসেছিল জেলগেটে মণির সাথে দেখা করতে। .....
.....
. .....

তখন সাড়ে চারটা বেজে গিয়েছে, বুঝলাম আজ বোধ হয় রেণু ও ছেলেমেয়েরা দেখা করার অনুমতি পায় নাই। পাঁচটাও বেজে গেছে। ঠিক সেই মূহুর্তে জমাদার সাহেব বললেন, 'চলুন আপনার বেগম সাহেবা ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে রওয়ানা করলাম জেল গেটের দিকে। ছোটমেয়েটা আর আড়াই বৎসরের ছেলে রাসেল ফুলের মালা হাতে করে দাঁড়াইয়া আছে। মালাটা নিয়ে রাসেলকে পড়াইয়া দিলাম। সে কিছুতেই পড়বে না, আমার গলায় দিয়ে দিল।

ওকে নিয়ে আমি ঢুকলাম রুমে। ছেলেমেয়েদের চুমা দিলাম। দেখি সিটি আওয়ামী লীগ একটা বিরাট কেক পাঠাইয়া দিয়াছে। রাসেলকে দিয়েই কাটালাম, আমিও হাত দিলাম। .....
.....

আরেকটা কেক পাঠাইয়াছে বদরুন, কেকটার উপর লিখেছে 'মুজিব ভাইয়ের জন্মদিন (সূত্র: কারাগারের রোজনামচা, পৃ: ২০৯-২১০)'। বঙ্গবন্ধুর লেখনীতে উঠে এসেছে জন্মদিন দিন নিয়ে তার সহজ সরল স্বীকারোক্তি, সন্তানবাৎসল্য, পারিবারিক পরিমন্ডলে সময় অতিবাহিত করার আকুলতা। তিনিও যে সহজ সরল নিখাদ বাঙলি তা তিনি তার কর্মে, প্রজ্ঞায়, মননে, সৃষ্টিশীলতায় বহিঃপ্রকাশ করে গেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোতে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গেলে জনতাকে উদ্দেশ্য করে সেদিন তিনি বলেছিলেন- "আমার জীবনটাই জনগণের জন্য। আমার জীবন-মৃত্যু জনগণের জন্যই উৎসর্গীকৃত। জনগণের মুক্তিই যে আমার একমাত্র লক্ষ্য।"

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক আশফাক-উল-আলম-এর একটি লেখা একটি কলামের শেষাংশ দিয়ে আমি আমার লেখার ইতি টানছি । তিনি লিখেছিলেন, "মুজিবের মৃত্যু নেই, তার আদর্শের বিলোপ হবে না কখনো । বাংলাদেশে মুজিবের আদর্শ প্রতিষ্ঠা পাবে, তাঁর স্বপ্নের সোনার সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠবেই। বঙ্গবন্ধুর তৈরি সেনানীরা সে দায়িত্ব পালন করবে। মুজিব মৃত্যুঞ্জয়।"

* টীকা:

১. রেণু- বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী।

২. রাসেল- শেখ রাসেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র।

* তথ্যসূত্র:

১.কারাগারের রোজনামচা - শেখ মুজিবুর রহমান; ২. একবিংশ শতাব্দীতে শেখ মুজিবের প্রাসঙ্গিকতা-মোনায়েম সরকার সম্পাদিত; ৩. ইন্টারনেট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি/বাণী

১. ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ২১ বছর নিষিদ্ধ ছিল ৭ই মার্চের ভাষণ। রেডিও-টিভিতে এই ভাষণ প্রচার করা হতো না কখনো। অনেকেই মাইকে এই ভাষণ প্রচার করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। আজ সেই ঐতিহাসিক ভাষণ ১২টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে, ২৫০০ বছরের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ভাষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২. আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।

– ফিদেল কাস্ত্রো

৩. বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে।

– জেমসলামন্ড

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহীদ। তাই তিনি অমর।

– সাদ্দাম হোসেন

৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক দলিল। – ইউনেসকো

৬. আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মত তেজী এবং গতিশীল নেতা আগামী বিশ বছরের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না।

– হেনরি কিসিঞ্জার

৭. শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুই য়ের সাথে তুলনা করা যায়। জনগণ তার কাছে এত প্রিয় ছিল যে লুইয়ের মত তিনি এ দাবী করতে পারেন আমি ই রাষ্ট্র।

– পশ্চিম জার্মানী পত্রিকা

৮. বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সাহসী নেতা।

– প্রণব মুখার্জি

৯. শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

– কেনেথা কাউণ্ডা

১০. মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনই জন্ম নিতনা। – ফিনান্সিয়াল টাইমস

১১. শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তার অনন্যসাধারন সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।

– ইন্দিরা গান্ধী

১২. যদি রাত পোহালে শোনা যেত, বঙ্গবন্ধু মরে নাই। যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই। তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা, আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।

– হাসান মতিউর রহমান

১৩. শেখ মুজিব নিহত হলেন তার নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে অথচ তাকে হত্যা করতে পাকিস্তানীরা সংকোচবোধ করেছে।

– বিবিসি-১৫ আগস্ট ১৯৭৫

১৪. শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।

– ফিদেল কাস্ত্রো

১৫. শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণী বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

– গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

১৬. আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম কোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট।

– ইয়াসির আরাফাত

১৭. পয়েট অফ পলিটিক্স।

– নিউজ উইক

১৮. যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

– অন্নদাশঙ্কর রায়

১৯. দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান নাই নাই ভয় হবে হবে জয় জয় মুজিবুর রহমান।

– অন্নদাশঙ্কর রায়

২০. জনগণকে ভুল পথেও নিয়ে যাওয়া যায়; হিটলার মুসোলিনির মতো একনায়কেরাও জনগণকে দাবানলে, প্লাবনে, অগ্নিগিরিতে পরিণত করেছিলো, যার পরিণতি হয়েছিলো ভয়াবহ। তারা জনগণকে উন্মাদ আর মগজহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিলো। একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিলেন শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ আগ্নেয়গিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে, যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম।

– হুমায়ুন আজাদ

২১. শেখ মুজিব দৈহিকভাবেই মহাকায় ছিলেন, সাধারণ বাঙালির থেকে অনেক উচুঁতে ছিলো তার মাথাটি, সহজেই চোখে পড়তো তার উচ্চতা। একাত্তরে বাংলাদেশকে তিনিই আলোড়িত-

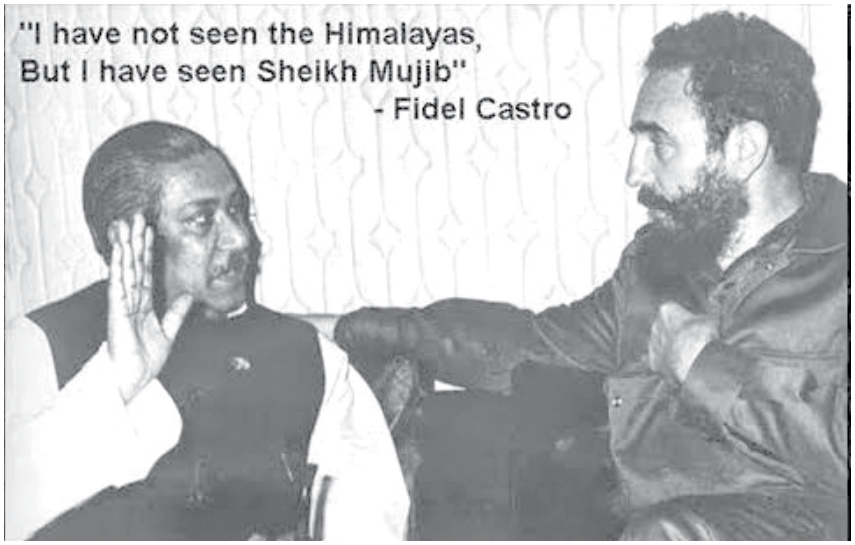

বিস্ফোরিত করে চলেছিলেন, আর তার পাশে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছিল তার সমকালীন এবং প্রাক্তন সকল বঙ্গীয় রাজনীতিবিদ।

– কেনেথা কাউন্ডা

২২. শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং জনগণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পূণ:প্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে তখন নিঃসন্দেহে তার বুলেটবিক্ষত বাসগৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্ন এবং কবরস্থান পূন্যতীর্থে পরিণত হবে। – ব্রায়ান বারণ (১৯৭৫)

■ তথ্যসূত্র: **অগ্রদূত ডেস্ক**

‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ লোগো প্রকাশ

চলতি বছরের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জাতির পিতার এই জন্মশতবর্ষকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ‘মুজিববর্ষ’। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয়ভাবে লোগো প্রকাশ করা হয়েছে। শিল্পী সব্যসাচী হাজরা, যিনি এই লোগোর শিল্পী।

লোগোর যত্রতত্র ব্যবহার নিরোধ এবং লোগোর অমর্যাদা যাতে না হয় সেজন্য যথ যথ নিয়ম অনুসরণ করে লোগো ব্যবহার করতে বলেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। লোগো ব্যবহার নির্দেশিকায় উল্লেখিত দশটি মূল নির্দেশনা হলো-

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রঙ, বর্ণবিন্যাস এবং আকৃতি ছাড়া অন্য কোনো প্রকারে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।

২. সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সব ইমেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধা-সরকারি পত্রে নিজ নিজ

প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে যথাযথভাবে মুজিববর্ষে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে।

৩. সরকারি মালিকানাধীন সব বাস, ট্রেন, দাফতরিক গাড়ি, নৌযান, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে চলমান বাংলাদেশ বিমান, সামরিক এয়ারক্রাফট এবং ক্রুজে উপযুক্ত স্থানে; বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে এবং সাজসজ্জায় মুজিববর্ষ লোগোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত ও আনুপাতিক হারে নান্দনিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে।

৪. জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সরকারি - বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমন্ত্রণপত্রে উক্ত লোগো ব্যবহার করা যাবে।

৫. জাতীয় পাঠ্যপুস্তক এবং সব সরকারি তথ্য বাতায়নে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে।

৬. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোটপ্যাড, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সব প্রচার সামগ্রীতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে।

৭. কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রডাক্ট, সেবার উদ্দেশ্যে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।

৮. সিগারেট, অ্যালকোহল, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।

৯. বিভিন্ন ক্রীড়া, সাহিত্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠানের আয়োজনে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করা যাবে।

১০. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিত লোগোটি ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

■ তথ্যসূত্র: **অগ্রদূত ডেস্ক**

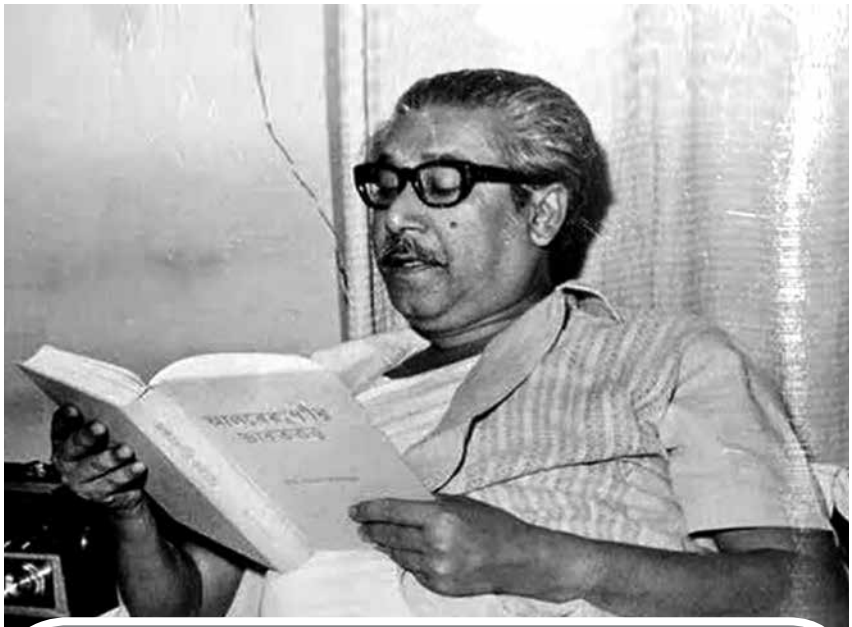

বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত উক্তিসমূহ

১. বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত 'শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।

২. আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

৩. আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দু:খিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই-বা কি আর মৃত্যুদিনই-বা কি?

৪. যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কেউ তাকে মারতে পারে না।

৫. এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।

৬. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!

৭. গণআন্দোলন ছাড়া, গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না।

৮. অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোন দিন একসাথে হয়ে দেশের কাজে নামতে নেই। তাতে দেশ সেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।

৯. আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দূর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালোবাসি।

১০. আমাদের চাষীরা হল সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।

১১. যখন তুমি কোন ভদ্রলোকের সাথে খেলবে তখন তোমাকে ভদ্রলোক হতে হবে, যখন তুমি কোন বেজন্মার সাথে খেলবে তখন অবশ্যই তোমাকে তার চাইতে বড় বেজন্মা হতে হবে। নচেৎ পরাজয় নিশ্চিত।

১২. প্রধানমন্ত্রী হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু, যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো।

১৩. সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।

১৪. সাত কোটি বাঙ্গালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।

১৫. দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

১৬. এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

১৭. ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে।

১৮. যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

১৯. বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

২০. সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।

২১. গরীবের উপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে।

২২. জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন?

২৩. দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি - কান্না, সুখ - দুঃখকে শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতির

উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

২৪. সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

২৪. সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ, শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।

২৬. আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী হতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।

২৭. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন, তা হচ্ছে: নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন।

২৮. বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়! একইভাবে, বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ-দূর্দশার জন্য দায়ী।

২৯. যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি, তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানাকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

৩০. ভুলে যেয়ো না। স্বাধীনতা পেয়েছো এক রকম শত্রুর সাথে লড়াই করে। তখন আমরা জানতাম আমাদের এক নম্বর শত্রু পাকিস্থানের সামরিক বাহিনী ও শোষকগোষ্ঠী। কিন্তু, এখন শত্রুকে চেনাই কষ্টকর।

৩১. শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

৩২. বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে।

৩৩. বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি জেনে নিক দুর্বৃত্তেরা।

৩৪. এদেশে কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

৩৫. আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও', বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার জন্য।

৩৬. কোনো জেল জুলুমই কোনোদিন আমাকে টলাতে পারেনি, কিন্তু মানুষের ভালবাসা আমাকে বিব্রত করে তুলেছে।

৩৭. যার মনের মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িকতা সে হলো বন্য জীবের সমতূল্য।

৩৮. আমলা নয় মানুষ সৃষ্টি করুন।

৩৯. জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিস্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোনোরকম গণ আন্দোলন হতে পারেনা।

৪০. আমাদেরকে সোনার দেশের সোনার মানুষ হতে হবে।

৪১. এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।

৪২. এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্ব প্রথম তার প্রাণ দেবে।

৪৩. আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই -বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার মতো মহান কাজ আর কিছু আছে বলিয়া মনে করি না।

৪৪. ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না এ ধারণা অনেকেরই হয়েছিল। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি।

৪৫. এ প্রধানমন্ত্রীত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয়। আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দু:খী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না।

৪৬. যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চায় তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন?"

৪৭. মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।

৪৮. যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও, সে একজনও যদি হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

৪৯. ওরা আমারই সন্তান। আমাকে কেন হত্যা করবে?

৫০. আমি মারা গেলে আমার কবরে একটা টিনের চোঙ্গা রেখে দিস। লোকে জানবে এই একটা লোক একটা টিনের চোঙ্গা হাতে নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল এবং সারাজীবন সেই টিনের চোঙ্গায় বাঙ্গালি বাঙ্গালি বলে চিৎকার করতে করতেই মারা গেল।

■ তথ্যসূত্র: **অগ্রদূত ডেস্ক**

মহারথীর মহাজীবনে মার্চ ১৯২০-১৯৭২

১৭ মার্চ, ১৯২০: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

১১ মার্চ, ১৯৪৮: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বানকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৫ মার্চ, ১৯৪৮: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পান।

৩ মার্চ, ১৯৪৯: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তার প্রতি সমর্থন জানান।

২৯ মার্চ, ১৯৪৯: আন্দোলনে যোগদানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জরিমানা করে। তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন।

১১ মার্চ, ১৯৬৪: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয়।

১৮ মার্চ, ১৯৬৬: আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। এরপর তিনি ৬ দফার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। এ সময় তিন মাসে আটবার গ্রেপ্তার হন। শেববার তাকে গ্রেপ্তার করে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়।

১০ মার্চ, ১৯৬৯: রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের অয়োজন করেন। ৬ দফার পক্ষে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় অবস্থান নেন। বৈঠকটি ব্যর্থ হয়।

২৫ মার্চ, ১৯৬৯: বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারি করেন।

১ মার্চ, ১৯৭১: জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সামনে রেখে হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের বৈঠক। এদিন আকস্মিকভাবে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সারা বাংলা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন।

২ মার্চ, ১৯৭১: ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। উত্তাল জনস্রোতে ঢাকা পরিণত হয় এক বিক্ষোভের শহরে। সরকার ঢাকায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি করে।

৩ মার্চ, ১৯৭১: বিক্ষুব্ধ জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। সামরিক জান্তার গুলিতে মারা যান তিনজন, আহত হন কমপক্ষে ৬০ জন।

৭ মার্চ, ১৯৭১: তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ভাষণে স্পষ্ট হয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।

১৬ মার্চ, ১৯৭১: আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে আসেন। আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে যান।

১৭ মার্চ, ১৯৭১: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম জন্মদিন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয়।

২৩ মার্চ, ১৯৭১: কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

২৫ মার্চ, ১৯৭১: পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃশংসতার কাল রাত্রি ২৫ মার্চ। সন্ধ্যায় খবর পাওয়া যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাত সাড়ে এগারোটায় শুরু হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে জঘন্যতম গণহত্যা।

২৬ মার্চ, ১৯৭১, ১২.৩০ মিনিট: মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচার করেন। ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ওই ঘোষণা পুনর্পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৭ মার্চ, ১৯৭১: ৭ মার্চের ভাষণ এবং স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে বীর বাঙালি স্বত:স্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

১২ মার্চ, ১৯৭২: স্বাধীনতার ৫০ দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়।

২৬ মার্চ, ১৯৭২: শোষণহীন সমাজ গঠনের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে দেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়।

■ তথ্যসূত্র: **দৈনিক সমকাল**
বিশেষ ক্রোড়পত্র (১৭ মার্চ ২০২০)

বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা প্রসঙ্গঃ মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরি

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবোনা। মুক্তিযুদ্ধ, সশস্ত্র যুদ্ধ। এক সাগর রক্ত এবং অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলার স্বাধীনতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। কিন্তু যশোর মুক্ত হয় ৬ই ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ীর বেশে স্বদেশ ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি পান একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি। উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হলো শান্তি-শৃঙ্খলা। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই ছিল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার স্বার্থে বঙ্গবন্ধু অস্ত্রগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার ঘোষণা দেন। কিছু অস্ত্র তিনি ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সরাসরি জমা নেওয়ার জন্য জেলা পর্যায়ে "ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্প গঠন করেন।

যশোরের সদর উপজেলার চাঁচড়া পুলিশ চেকপোস্টের উত্তর দিকে BADC এর নির্মাণাধীন ভবনে যশোরের "ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ক্যাম্পের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মিত্রবাহিনী তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তাজেন্দ্র দীপ সিং (TD সিং)। প্যারেড কমান্ডার ছিলেন মূলচান্দ্র। এবং ক্যাম্প অফিসার ছিলেন তপস দাস। বৃহত্তর যশোর জেলার প্রায় ১২০০ মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অস্ত্র জমা দেন। ১২০ জনের সমন্বয়ে একটি কোম্পানী, ৫ কোম্পানীর সমন্বয়ে একটি ব্যাটেলিয়ন এবং ২টি ব্যাটেলিয়ন নিয়ে একটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পান আর আর ট্রেডার্স নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিন সকালে পি.টি এবং বিকেলে খেলা করা ছিল বাধ্যতামূলক। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছিল ক্যাম্পের মেয়াদ। প্রতি মাসে ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ টাকা করে সম্মানী দেওয়া হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের। ধারনা দেওয়া হয়েছিল যে, তিন মাসের ক্যাম্প জীবনের শেষে তাদের সবাইকে চাকরি দেওয়া হবে। আর এখানেই জটিলতার সৃষ্টি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যশোর জেলা ৮নং সেক্টরের আওতাধীন ছিল। এই সেক্টরের প্রথম সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ওসমান। বেঁচে আছেন। বর্তমান বয়স ৮৫ বছর। ধানমন্ডির ১২/এ রোডে থাকেন। আমার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। এই সেক্টরের সবশেষ কমান্ডিং আফসার ছিলেন মেজর আবুল মঞ্জুর । চট্টগ্রামের জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের পরে পালিয়ে যাবার সময় তাকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে আনার পথে হত্যা করা হয়েছিল। সেই মামলায় এইচ. এম. এরশাদ, আজিজ পাশা প্রমুখ আসামি ছিলেন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় মঞ্জুর সাহেব একদিন যশোরে এসেছিলেন। উঠেছিলেন সার্কিট হাউজে। ১০-১২ জন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর সাথে যশোর সার্কিট হাউজে দেখা করেন এবং তাদের চাকুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তার বিষয়টি জানতে চান। তিনি বলেন "মনে হয় সরকার এই মুহূর্তে সকলকে চাকরি দিতে পারবে না"। তার এই বক্তব্যে আগত মুক্তিযোদ্ধারা উত্তেজিত হয়ে সার্কিট হাউজ থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ দৌড়ে ক্যাম্পে চলে আসে এবং অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। মুহূর্তের মধ্যে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটি ধারনা ছড়িয়ে পড়ে যে তাদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ৮/১০টি অস্ত্র বাইরে চলে যায়। তখন যশোরের জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব এ. জেড. এম নাসির উদ্দিন। খবর পেয়ে তিনি ৪-৫ জন M.C.A (Member of Constituent Assembly) কে সাথে নিয়ে ক্যাম্পে চলে আসেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের Fall-in করাতে বলেন। ক্যাম্পে সার্বক্ষণিক মাইক থাকত। Fall-in করানোর পর তিনি এবং M.C.A রা মুক্তিযোদ্ধাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অস্ত্রগুলো যশোর ক্যান্টমেন্টে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য বুঝাতে থাকেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা চাকরি ছাড়া তাদের কথা মেনে নেয়নি। সর্বশেষে

ডি.সি সাহেব জানতে চান তোমরা কার কথা মানবে? উত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা বলে, বঙ্গবন্ধু ব্যাতিত আমরা কারও কথা মানিনা। মানবোনা। এমতাবস্থায় ডি.সি সাহেব বলেন- ঠিক আছে আজই তোমাদের সাথে কথা হবে আমার বাসভবন থেকে সন্ধ্যার পর আমি গাড়ি পাঠাবো। তোমরা কমান্ডাররা আসবে। কথা মতো সন্ধ্যার পূর্বেই চারটি গাড়ি এসে ক্যাম্পের সামনে হাজির হয়। আমরা ১০ জন কোম্পানি কমান্ডার, ২ জন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারসহ মোট ১৩ জন (আমি ডি কোম্পানির কমান্ডার ছিলাম) ঐ গাড়িতে করে ডি.সি সাহেবের বাসভবনে যাই।

যেয়ে দেখি ডি.সি সাহেবের সামনে ৬/৭ জন M.C.A বসে আছেন। যাদের মধ্যে, জনাব শাহ হাদিউজ্জামান, সুবোধ মিত্র, নুরুল ইসলাম, তবিবর রহমান সর্দার, আবুল ইসলাম প্রমুখকে আমি চিনি। তারা সকলেই আমাদেরকে নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। ডি.সি সাহেব বললেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে মাত্র একজনই কথা বলতে পারবে। সুতরাং তোমরা একজন প্রতিনিধি নির্বাচন কর। সকলে আমাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ডি.সি. সাহেব ঢাকায় ফোন লাগিয়ে আমাকে বললেন, মাননীয় রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব তোফায়েল আহমেদ এর সাথে কথা বলতে। আমি টেলিফোন ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে তোফায়েল ভাই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষোভের কারণ ও প্রকৃতি জানতে চান। আমি বিস্তারিত বলি। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলতে বলেন এবং টেলিফোনটি বঙ্গবন্ধুকে দেন। ভারি গলায় বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করেন কে তুই। আমি বলি, আমি ডি. কোম্পানির কমান্ডার আতিয়ার রহমান। উনি জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে? আমি সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দেই। উনি জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে? তোরা কি চাস? আমি বলি সবাই চাকরি চায়। উনি বলেন, আমি মুজিবর বলছি, তোদের সকলের চাকরি হবে, তবে পর্যায়ক্রমে। তারপর তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন আমার উপর তোদের আস্থা আছে? আমি বললাম- হ্যাঁ আছে। উনি বললেন-তাহলে অস্ত্র দিয়ে দে। বলে টেলিফোনটি রেখে দিলেন।

এরপরে ডি.সি সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কি কথা হলো। আমি বললাম, আপনারাতো শুনলেন। তারপরও আমি কথোপকথোনের সার সংক্ষেপ সকলকে বললাম। তারপর ডি.সি সাহেব বললেন এখন তোমরা অস্ত্র জমা দেবে কি? উত্তরে কমান্ডাররা বললো সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মতামত নিতে হবে। ডি.সি সাহেব বললেন চলো এখন ক্যাম্পে যাব। উপস্থিত M.C.A এবং আমাদেরকে নিয়ে ডি.সি. সাহেব ক্যাম্পে আসলেন এবং সকলকে Fall-in করাতে বললেন। Fall-in করানো হলো। ডি.সি সাহেব আমাকে বললেন বঙ্গবন্ধুর সাথে যে কথা হয়েছিল তা সবাইকে বলো। আমি বিস্তারিত বললাম। ডি.সি সাহেব তভন সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমরা অস্ত্র জমা দিবে? তখন সকলেই সমস্বরে বললেন বঙ্গবন্ধু যখন বলেছেন, আমরা কালই কালই ক্যান্টমেন্টে গিয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে আসবো। ডি.সি. সাহেব বললেন, তার দরকার হবে না। আমি আগামী কাল সকাল নয়টায় গাড়ি পাঠাবো। পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আর্মির গাড়ী এসে উপস্থিত এবং মুক্তিযোদ্ধারা মহা আনন্দের সাথে গাড়ীতে অস্ত্রগুলো দিলেন। প্রায় ৪৮ বছর পূর্বের ঘটনা। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বর্ণনা করলাম।

■ লেখক: **প্রফেসর মো: আতিয়ার রহমান**
মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক জাতীয় কমিশনার
বিধি ও গ্রোথ, বাংলাদেশ স্কাউটস

এক নজরে মুজিববর্ষ

- ২০১৯ সালের ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।
- মুজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে: ২০২০-২১ সালকে।
- মুজিব বর্ষ পালিত হবে: ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত।
- বর্ষব্যাপী কর্মসূচি পালনে ২৯৮টি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে উদযাপন কমিটি।
- মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয় ১০ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে।
- বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে বৈশ্বিকভাবে এ দিবস পালনে সম্মতি জানিয়েছে: ইউনেস্কো।
- ইউনেস্কো-তে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ২৫ নভেম্বর ২০১৯ (ইউনেস্কোর ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে)।
- মুজিব বর্ষ পালন করবে ইউনেস্কোর বর্তমান সদস্য ১৯৩টি দেশ।
- ২০২০ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু'র নামে পুরস্কার দিতে যাচ্ছে ইউনেস্কো।
- মুজিব বর্ষের লোগোটির ডিজাইনার 'সব্যসাচী হাজরা'।
- মুজিব বর্ষেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী অবলম্বনে নির্মিত হতে যাচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চিরঞ্জীব মুজিব'। রচনা ও পরিচালনায় : নজরুল ইসলাম ও অন্তিম কুমার রূপাই।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন।

এ দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন-শা-আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের ৭ মার্চ দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ পরবর্তীতে স্বাধীনতার সংগ্রামের বীজমন্ত্র হয়ে পড়ে। একইভাবে এ ভাষণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলিলই নয়, জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বিধানের একটি সম্ভাবনাও তৈরি করে।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো।

একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা। এরপরই দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঘরে ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর এই বজ্রনিনাদে আসন্ন মহামুক্তির আনন্দে বাঙালি জাতি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লক্ষ্যে।

ধর্মীয় চিন্তা, সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিসত্তা, জাতীয়তাবোধ ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের যে ভিত রচিত হয় তারই চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালি জাতি। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে গর্জে ওঠে উত্তাল জনসমুদ্র। লাখ লাখ মানুষের গগণবিদারী শ্লোগানের উদ্দামতায় বসন্তের মাতাল হাওয়ায় সেদিন পত্ পত্ করে উড়ে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজের পতাকা। শপথের লক্ষ বজ্রমুষ্টি উত্থিত হয় আকাশে। সেদিন বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আরোহণ করেন বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে। ফাগুনের সূর্য তখনো মাথার ওপর। মঞ্চে আসার পর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। তখন পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান লাখ লাখ বাঙালির 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, তোমার নেতা

আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। তিনি দরাজ গলায় তাঁর ভাষণ শুরু করেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।' এরপর জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতার মহাকাব্যের কবি ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণ। এই স্বল্প সময়ে তিনি ইতিহাসের পুরো ক্যানভাসই তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ভাষণে সামরিক আইন প্রত্যাহার, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, গোলাগুলি ও হত্যা বন্ধ করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং বিভিন্ন স্থানের হত্যাকান্ডের তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র-মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো। আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।'

তিনি বলেন, 'আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারি, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না। এ আমার নির্দেশ।'

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সর্বশেষ দু'টি বাক্য, যা পরবর্তীতে বাঙালির স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিক-নির্দেশনা ও প্রেরণার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা'।

রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুধু বাঙালি জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান নয়। এটি সব জাতির মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিক-নির্দেশনা।

■ লেখক: **রাসেল আহমেদ**
নির্বাহী সম্পাদক, অগ্রদূত

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম প্রকাশিত

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে ৫টি স্মারক ডাকটিকিট, ১টি স্মারক সিট ও ৬টি উদ্বোধনী খাম। ২০২০ সালে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ মুজিব বর্ষ উপলক্ষে (১৭ মার্চ) ১০ টাকা মূল্যমানের ১টি স্মারক ডাকটিকিট এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর ১০০টি ছবিসংবলিত ১০০টি ডাকটিকিটসহ ১টি অ্যালবাম এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণসংবলিত টকিং ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৭ মার্চ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ডাক বিভাগ (ইউএসপিএস) বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত একটি বিশেষ সচিত্র ডাকচিহ্ন (পিকটোরিয়াল পোস্ট মার্ক) প্রকাশ করবে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আবেদনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ ২০২০ সকাল ১১টায় নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইট্স পোস্ট অফিস থেকে এই স্মারক ডাকচিহ্ন প্রকাশিত হয়।

■ তথ্যসূত্র: **অগ্রদূত ডেস্ক**

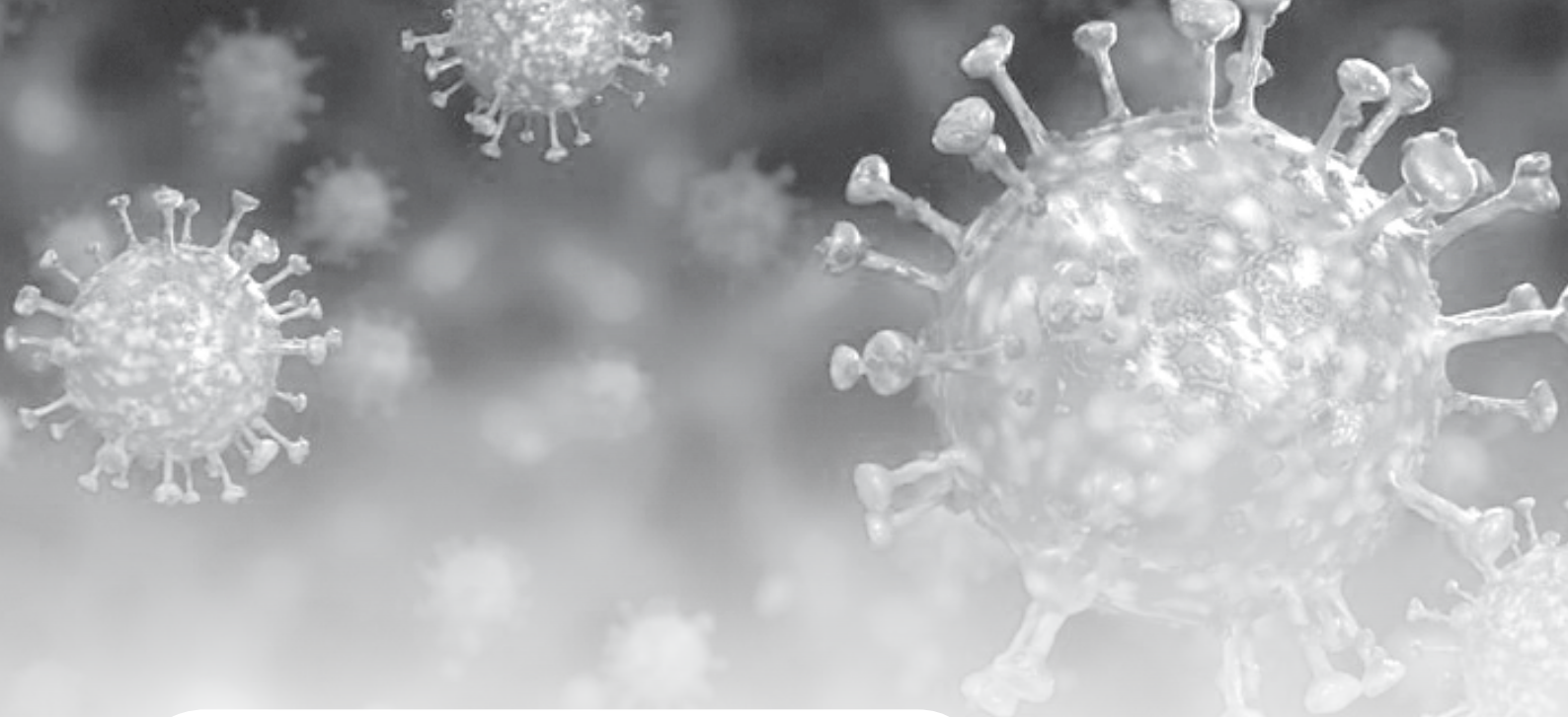

করোনা ভাইরাসঃ যুবদের করণীয়

২৩ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত পৃথিবীর ১৯২টি দেশের মধ্যে করোনা ছড়িয়েছে। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীই এখন করোনা ব্যাপ্তির মধ্যে। চীন দেশের উহান প্রদেশে এটি প্রথম পরিলক্ষিত হয় গত ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। পর্যায়ক্রমে এটি এখন বিশ্বব্যাপী। এ পর্যন্ত ৩,৩৬,০০৪ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে ১৪ হাজারের অধিক মৃত্যুবরণ করেছেন, ২ লক্ষের অধিক চিকিৎসাধীন আছেন এবং প্রায় ১ লক্ষ লোক চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। করোনা হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা গত ১১ মার্চ তারিখে করোনা পরিস্থিতিকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও করোনা ছড়িয়েছে করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে আগতগণের মাধ্যমে। আমরা পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন এবং বেতারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারছি। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আক্রান্ত ৩৩ জন, যার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ০৩ জন। করোনা সংক্রমন শুরু থেকে এ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ লোক বিদেশ থেকে এসেছেন, তাদের সকলকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়নি, অনেককে এখনো সনাক্ত করা যায়নি। আবার যাদেরকে সনাক্ত করা গেছে তাদের অনেকেই কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম মানছে না। অনেকের ধারণা হোম কোয়ারেন্টাইন কী, কীভাবে থাকতে হবে হোম কোয়ারেন্টাইনে কী করণীয়, আর কী করা যাবে না তা তারা জানেন বা বুঝেন না।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বন্ধ। অনেকেই ছুটি মনে করে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বা পর্যটন এলাকায় বেড়াতে গেছে। অবশ্য গত কয়েকদিনের প্রচারের ফলে এর প্রবণতা কমে এসেছে। তাই বলে ঘরে বসে অলস সময়? কী করণীয়? কী করলে নিজের সময় ভাল কাটবে, দেশের, সমাজের উপকারে লাগা যাবে?

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম কাজ যেহেতু পড়ালেখা করা কাজেই সে বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। দেশে বিদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে অন লাইন ক্লাস নেয়া শুরু করেছে। আমাদের তথ্য প্রযুক্তি জগতে 'শিক্ষক বাতায়ন' রয়েছে যেখানে আছে সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ ঘরে বসে শিক্ষক বাতায়ন ব্যবহার করে ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে পড়ালেখার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের এই সময়ে একটা দৈনন্দিন রুটিন করতে পারে যেখানে পড়ালেখা, বিনোদন, খেলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

কী পড়বে? তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলে যা শিক্ষক তোমাকে পড়াতেন বলে মনে হয় তাই পড়ার চেষ্টা কর। অভিভাবক সহযোগিতা করতে পারেন। ফোনে শিক্ষকের পরামর্শ নিতে পার। আমাদের মুক্ত পাঠ, Content ইত্যাদি ওয়েব পেইজ এ তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পার। নিজে নিজে পড়, নিজে নিজে পরীক্ষা দাও। শুধুই কি পাঠ্য বইয়ের পড়া? হয়ত তোমার বাসাতেই আছে তোমার বয়সে পড়ার উপযোগী অনেক বই। দেখ তোমার বাসার বুক সেলফে অনেক বই পেয়ে যাবে। সতর্কতা অবলম্বন করে পাশের বাসার বন্ধু থেকেও ধার করতে পার। ওয়েব সাইটে ফ্রি ডাউনলোড করার উপযোগী অনেক বই আছে। তুমি যদি যথেষ্ট বড় হয়ে থাক নিজে ডাউনলোড করতে পার অথবা তোমার বড় ভাই-বোন বা অভিভাবককে বলতে পার ডাউনলোড করে দিতে। কত কিছু জানার আছে ওয়েব সাইটে; এই সুযোগে যে বিষয়ে তোমার ভাল লাগে তাই পড়তে পার। আমরা জানি পৃথিবীতে জ্ঞানের ভান্ডার অনেক বড় আর আমরা এ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে নিতে পারি।

বিনোদনের তো শেষ নেই। টিভি দেখা, গান শুনা, মুভি দেখা। কোন টিভিতে তোমার জন্য কোন প্রোগ্রামটি ভাল বুঝার চেষ্টা কর। এই সময়ে প্রিয় গান শুনা, শিক্ষণীয় অথচ আনন্দ দেয় এমন অনেক মুভি আছে যেগুলো তুমি দেখতে পার। পরিকল্পনা করে নাও এ সপ্তাহে বা আগামী সপ্তাহে কোন কোন বই পড়বে, কোন ওয়েব সাইটে জ্ঞানের সন্ধান করবে আর মুভি দেখতে। তোমার অভিভাবক এর পরামর্শ নাও। এরূপ কয়েকটি ওয়েব সাইট:

shikhok.com, www.teachers.gov.bd, 10minuteschool.com, clickntech.com, www.edx.org, www.muktopaath.gov.bd, digitalcontent.ictd.gov.bd, e-education.brac.net, champs21.com, srijonshil.com, alorpathshala.org, www.coussera.org, www.khanacademy.org, www.lynda.com

এবার আসো খেলাধূলা। ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতে হলে ২২ জন দরকার, কমপক্ষে পাড়ার খেলায় ১০/১২। করোনার কারণে এই পাড়ার খেলাও বিপদজনক। ঘরে বসে ভাই-বোন বা বাবা-মার সাথে দাবা খেলতে পার অথবা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছোট কোন খেলা। এ সবই হয়ত বুদ্ধির খেলা, আনন্দ দেয়ার খেলা। কিন্তু শরীরচর্চা তো করা চাই। দড়ি লাফ হচ্ছে এক একা মজার শরীরচর্চা। তা ছাড়া মুক্ত হাতের (Free hand) ব্যায়াম তো আছেই- জায়গায় দৌড়ানো, বুকডন, বৈঠক আরো কত কি? আমি যখন ছোট ছিলাম আমাদের শরীরচর্চা শিক্ষক বলতেন লাফিয়ে লাফিয়ে কাল্পনিক পাখি ধরতে; তেমনটিও করতে পার।

এবার আসা যাক গুরুত্বপূর্ণ কথায়। করোনায় পুরা পৃথিবী শংকিত, আমরাও সকলে উদ্বিগ্ন। তুমি কী করবে? অনেকেই মনে করে আমি তো ছাত্র, বয়স কম আমার কী করার আছে। কিন্তু আমি মনে করি এই করোনাতে তোমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ আছে। করোনা প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে প্রতিনিয়ত সাবান, স্যানিটাইজার বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া। হাত দিয়ে নাক, মুখ, চোখ স্পর্শ না করা। এ কথাটি তুমি তোমার পরিবারের সকল সদস্যকে বলতে পার এবং প্রতিনিয়ত তা অভ্যাস করার বিষয়ে উৎসাহিত করতে পার। দিনে কে কত বার হাত পরিস্কার করলো আর কত বার নাক, মুখ, চোখ স্পর্শ করলো এ নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা, খেলা ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এই বার্তাটি তুমি তোমার বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা হলে বা ফোনে বলতে পার। আমরা কাউকে ফোন করে ছালাম বা সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞেস করি কেমন আছেন, বাসার সকলে কেমন আছে ইত্যাদি। এখন এর সাথে জিজ্ঞেস করতে পারি আজ ক'বার হাত ধুয়েছেন বা এরকম আরো 'করোনা' সচেতনতামূলক কথা।

করোনা ছড়ায় মানুষের মাধ্যমে। কাজেই যত কম জনসমাগমে যাওয়া যায় ততই ভাল। আমরা জানি পৃথিবীর বহুদেশ, বহুশহর লকডাউন করে দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা আংশিক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। নিজে কোন জনসমাগমে যাবে না, অন্যকে এতে নিরুৎসাহিত করবে। একান্ত বাইরে যেতে হলে মাস্ক পড়ে যাওয়া ভাল। যত কম সময় বাইরে থাকা যায়, হাত দিয়ে যতটা সম্ভব কম জিনিস স্পর্শ করা, ফিরে এসে হাত ভাল করে ধুয়ে তারপর অন্য জিনিস স্পর্শ করবে। কাপড়ে করোনা ভাইরাস কয়েকঘন্টা বাঁচে। কাজেই বাইরে থেকে ফিরে পরিহিত কাপড় পাল্টিয়ে ফেলবে এবং ধুয়ে দিবে।

বিদেশ থেকে আগত অনেকেই কোয়ারেন্টাইন মানছে না-যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকেই তার সাথে দেখা করতে আসছে, তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে স্বাভাবিক মেলা-মেশা করছেন। আমরা জানি অন্তত দুই সপ্তাহ তার একেবারে আলাদা থাকা প্রয়োজন। তিনি যে দেশ থেকে এসেছেন সেখানে অথবা প্লেনের অন্য যাত্রী, এয়ারপোর্টে অন্য করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে থাকতে পারেন। অনেক বিদেশ আগত ব্যক্তি বলেন আমি তো অসুস্থ নই, আমার আলাদা থাকার কী প্রয়োজন? আমরা জানি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সবগুলো লক্ষন দেখা দিতে কয়েকদিন সময় নেয়। তাছাড়া করোনার লক্ষন অনেকটা সাধারণ সর্দি-কাশি বা মাথা ব্যাথার মত। কাজেই বিদেশ থেকে আগত কে করোনা আক্রান্ত আর কে নয় তা যেহেতু বুঝা যায় না কাজেই সকলকে বাধ্যতামূলক দু'সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রয়োজন। তোমার আশে পাশের কোন বাসা/বাড়িতে বিদেশ থেকে কেউ এসে থাকলে তার কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার দায়িত্ব আশেপাশের সকলের। বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইনকালীন

সময় বাড়িতে লাল পতাকা বা তার ঘরের সামনে লাল চিহ্ন দিয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করার পরামর্শ দিতে পার। কোয়ারেন্টাইন অমান্য করলে উপজেলা বা জেলার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বা ৯৯৯ নাম্বারে জানাতে পার। বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তির স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে পার; যোগাযোগ না হয়ে থ াকলে তুমি প্রশাসনকে তার আগমন জানাতে পার। তবে সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে, উক্ত ব্যক্তি থেকে অন্তত ৩ ফুট দূরে থাকবে। তার ব্যবহার্য্য জিনিস স্পর্শ করবে না।

বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের তালিকা জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আছে। তোমরা এ অফিসগুলোতে গিয়ে তাদের পরামর্শমত সহযোগিতা করতে পার। ফোনে নিয়ম করে প্রতিদিন তোমার উপজেলার বা তোমার এলাকার বিদেশ প্রত্যাগতদের কোয়ারেন্টাইন বিষয়ে সচেতন করতে পার। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এরূপ স্বেচ্ছাসেবকের সেবা নিতে পারে। সারাদেশে সকল উপজেলায় বিপুল সংখ্যক স্কাউট এবং রোভার স্কাউটস, রেডক্রিসেন্ট, ইউওটিসি, রোটারীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য আছে। তাদেরকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে কোয়ারেন্টাইনসহ অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

তোমার অভিভাবক, আত্মীয় স্বজনকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জিনিস না ক্রয়ের জন্য আহবান জানাতে পার। এখন দেখা যাচ্ছে অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী জিনিস কিনছেন এমনকি ৩/৪ মাস বা বছরের বাজার। এটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমাদের খাদ্য গুদামে প্রচুর খাবার আছে, কৃষকের ঘর এবং ক্ষেতে প্রচুর খাদ্যশষ্য, সবজি আছে, খাবারের কোন অভাব হবে না। এভাবে অবিবেচক কিছু ব্যক্তি প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জিনিস কেনার ফলে অনেক জিনিসের দাম দোকানীরা বাড়িয়ে দিয়েছে, কোথাও কৃত্রিম সংকট তৈরি হওয়ার অবস্থা হয়েছে। যুবরা এ বিষয়ে অভিভাবক এবং আত্মীয় স্বজনকে সচেতন করতে পারে।

করোনা মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে পার। তুমি আর তোমার বন্ধু দু'জনে মিলে করোনা সচেতনতা বিষয়ক শ্লোগান দিয়ে পোস্টার লিখতে পার। আর দু'জনে মিলে মাস্ক পরে সাবধানতার সাথে পোস্টার নিয়ে প্রতিদিন তোমাদের সুবিধাজনক সময়ে বাসার সামনে ফুটপাথে আধাঘন্টা দাঁড়াতে পার।

পোস্টারে লিখা থাকতে পারে-

১. করোনা'র ভয়
হাত ধুয়ে করবো জয়।

২. নিয়ম মেনে দিন আসে
নিয়ম মেনে রাত
নিয়ম মেনে ঘন ঘন
ধুতে হবে হাত।

৩. হাঁচি-কাশি দেবার তরে
মুখ ঢেকে নাও মনে করে।

করোনা সতর্কতা, অপ্রয়োজনে অনেক জিনিস কেনা, করোনা চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে তুমি নিজেও ছড়া রচনা করতে পার। এ কাজের জন্য যদি রাস্তায় না যাওয়া যায় তবে ডিজিটাল প্লাটফরম তো আছেই। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অসচেতনতা এবং অসতর্কতার কারণে করোনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে করোনা নিয়ে অনেক ভাল খবরও আছে। চীন করোনা চিকিৎসার জন্য যে হাসপাতালগুলো ব্যবহার করতো নতুন রোগী না থাকায় সবগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, চীনে নুতন করে কেউ করোনা আক্রান্ত না হওয়ায় সম্প্রতি উৎসব করেছে (অবশ্য ২২ মার্চ তারিখে আবার নুতন করে আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া গেছে), করোনা ভ্যাকসিন আবিস্কারের জন্য অনেক দেশ গবেষণা করছে এবং গবেষণার অংশ হিসেবে মানবদেহে ভ্যাকসিন দিয়েছে। অনেক দেশ সফলভাবে ঔষধ আবিস্কারের দ্বার প্রান্তে, ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ করোনা চিকিৎসায় ব্যবহার করে অনেক দেশ সফলতা পেয়েছে। সফল চিকিৎসায় অনেক বয়স্ক ব্যক্তি করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন (চীনে ১০৩ বছর বয়সী একজন মহিলা সুস্থ হয়েছেন), পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করোনার উৎপত্তি, সংক্রমণ ও চিকিৎসা নিয়ে কাজ করছে।

বাংলাদেশও করোনা মোকাবেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে আগামী ২৬ মার্চ থেকে ০৪ এপ্রিল পর্যন্ত অফিস আদালত বন্ধ করাসহ বেশকিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। তোমার অংশগ্রহণে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সচেতনতা আর দৃঢ় মনোবল দিয়ে আমরা করোনার ব্যাপক সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবো বলে আমাদের বিশ্বাস।

■ লেখক: **মোঃ আবুল কালাম আজাদ**
সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং প্রাক্তন মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) ও প্রাক্তন মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনা অনুসরণ করে পতিত জমি, বাড়ির ছাদ, ঘরের আঙ্গিনাসহ সকল জমিতে আবাদের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের অথনীতি সুদৃঢ় করাই হোক আমাদের চলমান অঙ্গীকার। আসুন আমরা সকল জমিতে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার সবুজ বাংলাদেশ গড়তে একতাবদ্ধ হই।

জাতীয় মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপ ২০২০

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর-এ বিপি চত্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২০ উদযাপন অনুষ্ঠান

অনলাইন সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মিরপুর বস্তির অগ্নি নির্বাপণে রোভার স্কাউটদের সহায়তা কার্যক্রম

দেশব্যাপী করোনা সচেতনামূলক লিফলেট বিতরণকালে রোভার স্কাউটদের একাংশ

দেশব্যাপী করোনা সচেতনামূলক লিফলেট বিতরণকালে রোভার স্কাউটদের একাংশ

দেশব্যাপী করোনা সচেতনামূলক লিফলেট বিতরণকালে রোভার স্কাউটদের একাংশ

মুজিব বর্ষে স্মারক মুদ্রায় শেখ মুজিব

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরোনো। মানবসভ্যতার এগিয়ে চলার একপর্যায়ে বিনিময় ব্যবস্থায় যুক্ত হয় এ দুই মুদ্রা। কালের বিবর্তনে সময় এখন ডিজিটাল লেনদেনের। স্পর্শবিহীন লেনদেন জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক জীবনযাত্রায়। তাই অনেক দিন আগেই দৈনন্দিন লেনদেনে বন্ধ হয়ে গেছে স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহার। তবে ঐতিহাসিক এ লেনদেন পদ্ধতি যেন চিরতরে হারিয়ে না যায় সেজন্য মুদ্রা সংগ্রাহকদের জন্য স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ পর্যন্ত মোট ১৭ ধরনের স্মারক মুদ্রা বাজারে ছেড়েছে। এগুলোর মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে দুটি, ১০ ধরনের রয়েছে রৌপ্য, নিকেলের রয়েছে একটি এবং চার ধরনের রয়েছে কাগুজে নোট। সাধারণভাবে এসব স্মারক মুদ্রা শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা অফিস এবং মিরপুরে টাকা জাদুঘরে পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে প্রথমবারের মতো ২০০ টাকার নোট ছেড়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রথমবারের মতো মুদ্রিত ২০০ টাকা মূল্যমানের নোটটি নিয়মিত হলেও আগামী এক বছর নোটের ওপর 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ ১৯২০-২০২০' কথাটি লেখা থাকবে। নিয়মিত এ নোটের পাশাপাশি স্মারক নোটও মুদ্রণ করা হয়েছে, যা দিয়ে লেনদেন করা যাবে না। একই সঙ্গে মুজিববর্ষে একশ টাকা অভিহিত মূল্যের, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং স্মারক নোট আনা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক এসব নোট ও মুদ্রা উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে দুই ধরনের স্মারক স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকীতে একশ টাকা মূল্যমানের স্বর্ণ মুদ্রাটি তৈরি হয়েছে ২২ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ দিয়ে, যার মূল্যমান ৫৩ হাজার টাকা। এর আগে ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২০ টাকা মূল্যমানের ২২ ক্যারেট মানের স্বর্ণ মুদ্রা ছাড়া হয়। যেটির বিক্রয় মূল্যও ৫৩ হাজার টাকা। বঙ্গবন্ধু'র জন্মশতবর্ষে যেসব মুদ্রা ছাড়া হয়েছে সেটির একটি একশ টাকা অভিহিত মূল্যের ৩০ গ্রাম ওজনের ৯২৫ ফাইন সিলভারে তৈরি রৌপ্য মুদ্রা। এ মুদ্রা কিনতে হবে সাড়ে তিন হাজার টাকায়। এ ছাড়া একশ টাকার যে কাগুজে স্মারক নোট ছাড়া হয়েছে সেটির দাম ১০০ টাকা। ফোল্ডারসহ যার দাম ১৫০ টাকা।

■ তথ্যসূত্র: অগ্রদূত ডেস্ক

স্মৃতিতে আমার স্কাউট জীবনে সাফল্যের খন্ডচিত্র

২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ থেকে ০১ জানুয়ারি, ১৯৭০ এর সেই ৫ম অল পাকিস্তান স্কাউট জাম্বুরী, মৌচাক। ০১ জানুয়ারি, গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠান চারিদিকে হাই ভোল্টেজ লাইটের আলোতে স্টেজ আলোকিত। স্টেজের চারিদিকে পাকিস্তানের সব জাদরেল অফিসাররা বসে আছেন। বাবরী চুলওয়ালা জংলি রাজা, চিতা বাঘের জংলী ড্রেস পরে গলায় মাদল ঝুলিয়ে স্টেজে আগমন। জংলি রাজা স্টেজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দ্রুম দ্রুম করে আওয়াজ দিতে লাগলো মাদলে। চারিদিক কেঁপে উঠলো, এরই মধ্যে স্টেজে উঠে পড়েছে আমার রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের স্কাউট দল। পরনে জংলী ছাপা কাপড়ের ঘাগরা, কোর্তা, হাতে পালকের হাতবন্ধ, মাথায় পালকের মুকুট, পায়ে এক গোছা তোড়া। মাদলের তালেতালে সাম্বা নাচ শুরু হয়ে গেল। কখনও সামনে ঝুকে কখনও পিছনে বেঁকে দুহাত কখনও বা ডানে-বামে এক হাত প্রসারিত করা কখনও সামনে দুহাত প্রসারিত করে নানান ভঙ্গিমায় নেচে চলেছে আমার স্কাউট দল। কোথাও একচুল ভুল হওয়ার অবকাশ নেই। যেন কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে মঞ্চে দেখানো হচ্ছে, যা আমাদের কঠোর অনুশীলনের ফল।

আমাদের নৃত্য শেষে স্টেজ থেকে নেমে আসলে দর্শকের আনন্দ উল্লাস ও করতালিতে কেঁপে উঠলো ৫ম পাকিস্তান জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী, মৌচাক ময়দান। স্টেজ থেকে নামার পর আমাদের ইউনিট লিডার জনাব মোঃ হাবিবুদ্দিন স্যার আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন তোদের জয় নিশ্চিত, তোরাই পূর্ব পাকিস্তান স্কাউটের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারবি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপর সম্মোহিত দর্শকের সাবাসী আর করাচী, সিয়ালকোট, লাহোর বিভিন্ন প্রদেশের কয়েক জন স্কাউট শিক্ষক আমাদের নাচের ড্রেস ক্রয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আমরা অপারগতা প্রকাশ করি । তবে, বেলুচিস্তানের স্কাউটদের সাথে আমরা স্কার্ফ বদল করেছিলাম। অবশেষে একজন তাদের ভাষায় আমাদের অনুরোধ করে বলেন, "আগার বুরা না মানিয়ে তো এক তাসবির খিঁচু"। আমরা অর্থ বুঝতে না পেরে ভেবেছিলাম 'বুরা না মানিয়ে' অর্থ আমরা যেন বুড়ো মানুষ না হই, আর 'তাসবীর খিঁচু' অর্থ নামাজের তস্‌বী চাচ্ছে। পরে আমাদের নাচের শিক্ষক বাদল স্যার আমাদের তাদের কথার অর্থ পরষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন যে, উনারা তোমাদের সাথে ছবি তুলতে চায়।

পূর্ব পাকিস্তান আমাদের দিকে চেয়েছিল কারণ ক্যাম্পের সেরা পুরস্কার ও ক্যাম্প ফায়ার এর প্রথম পুরস্কারটা যেন পূর্ব পাকিস্তানের থাকে। পরের দিন ফলাফল ঘোষনা করা হয়, ফিল্ড প্যারেড-এ প্রথম লাহোর, ফাস্ট এইড-এ প্রথম ঢাকা, পাইওনিয়ারিং-এ প্রথম করাচী। বাকী থাকলো ক্যাম্প ফায়ার। আমাদের দলের সকলের হৃদকম্পন বেড়েই চলেছে, সকলেরই দৃষ্টি আমাদের দিকে। মাইকে যখন ঘোষণা হল, ক্যাম্প ফায়ার-এ প্রথম সাম্বা নাচ, সকলের মুখে ধ্বনিত হলো, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। আমরা সবাই বিজয় উল্লাসে লাফালাফি শুরু করে ছিলাম, সে কি আনন্দ! যা কোনদিনই ভোলার নই! আমি ছিলাম রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ও সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার, সেই স্কুলকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসিন করতে পেরে আমি গর্বিত।

২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ থেকে ০১ জানুয়ারি, ১৯৭০ এর সেই ৫ম অল পাকিস্তান স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই জাম্বুরীতে আমার দলের অংশগ্রহণকারী স্কাউট সদস্যরা হলেন, ১। মোঃ জাফরুল ইসলাম ফারুক ২। কাজী মোহাম্মদ আলী বাবু ৩। মোঃ নূর এলাহী ৪। মোঃ রুহুল কুদ্দুস রুমি ৫। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বুলবুল ৬। মোঃ নজরুল ওয়াহাব ৭। মোঃ নওসাদ আলী। পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের সেই সাত জনের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। স্কাউটিং আমার গর্ব, স্কাউটিং আমার অহংকার!

■ লেখক: **মো. জাফরুল ইসলাম ফারুক**
নির্বাহী সদস্য (উপদেষ্টা)
থ্রী স্টার ওপেন স্কাউট গ্রুপ, রাজশাহী

ছড়া-কবিতা

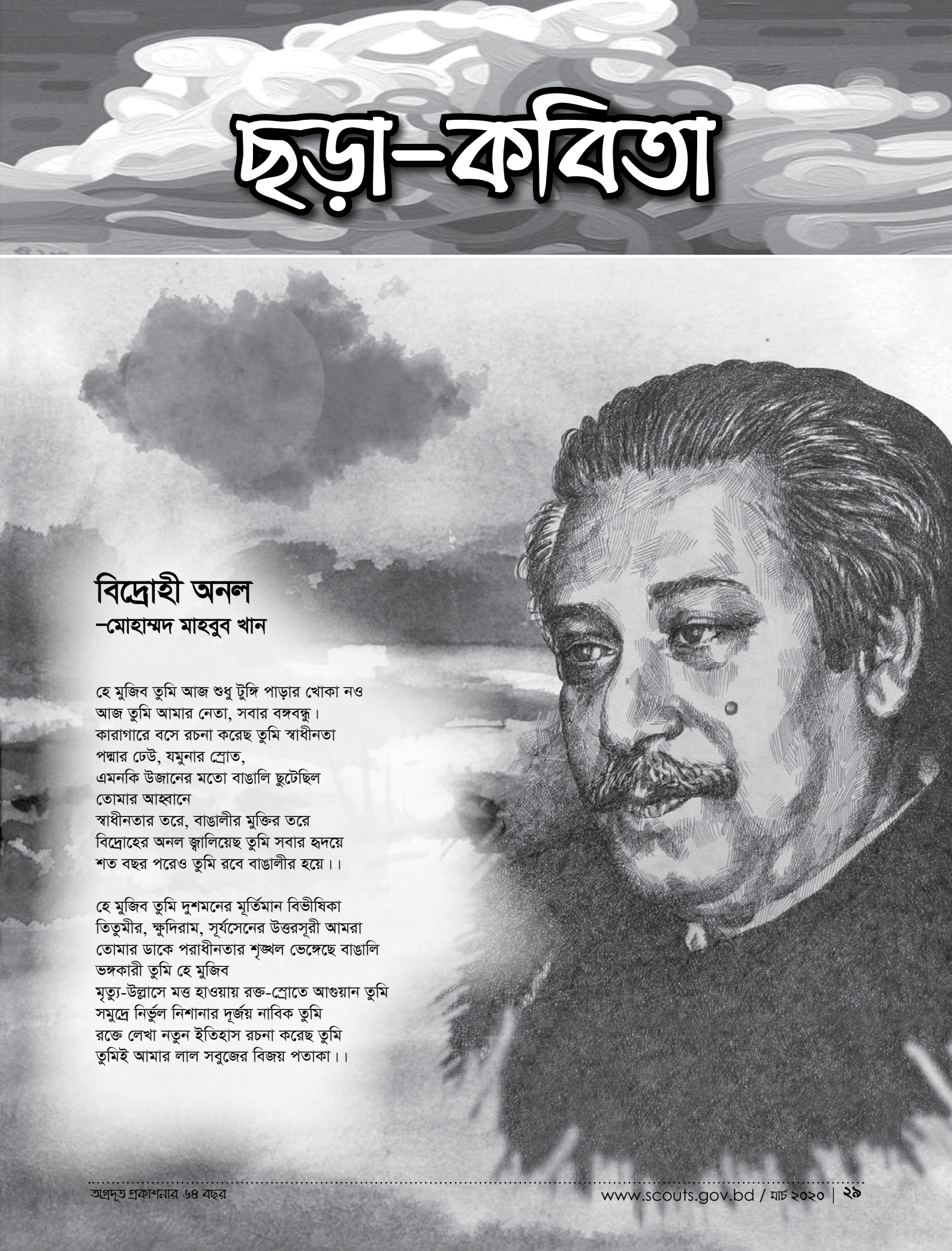

বিদ্রোহী অনল

–মোহাম্মদ মাহবুব খান

হে মুজিব তুমি আজ শুধু টুঙ্গি পাড়ার খোকা নও
আজ তুমি আমার নেতা, সবার বঙ্গবন্ধু।
কারাগারে বসে রচনা করেছ তুমি স্বাধীনতা
পদ্মার ঢেউ, যমুনার স্রোত,
এমনকি উজানের মতো বাঙালি ছুটেছিল
তোমার আহ্বানে
স্বাধীনতার তরে, বাঙালীর মুক্তির তরে
বিদ্রোহের অনল জ্বালিয়েছ তুমি সবার হৃদয়ে
শত বছর পরেও তুমি রবে বাঙালীর হয়ে।।

হে মুজিব তুমি দুশমনের মূর্তিমান বিভীষিকা
তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনের উত্তরসূরী আমরা
তোমার ডাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গেছে বাঙালি
ভঙ্গকারী তুমি হে মুজিব
মৃত্যু-উল্লাসে মত্ত হাওয়ায় রক্ত-স্রোতে আগুয়ান তুমি
সমুদ্রে নির্ভুল নিশানার দূর্জয় নাবিক তুমি
রক্তে লেখা নতুন ইতিহাস রচনা করেছ তুমি
তুমিই আমার লাল সবুজের বিজয় পতাকা।।

স্বাস্থ্য কথা

পুদিনা পাতার ভেষজ গুনাগুণ ও উপকারীতা

পুদিনা (ইংরেজি: Spearmint, or spear mint), (বৈজ্ঞানিক নাম: Mentha spicata), এক প্রকারের গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এটি Lamiaceae পরিবারের অন্তর্গত। খুব সহজেই মাটিতে বা টবে পুদিনার চাষ করা যায়। এর কাণ্ড ও পাতা বেশ নরম। কাণ্ডের রঙ বেগুনি, পাতার রঙ সবুজ। ছোট গুল্ম জাতীয় এই গাছের পাতা ডিম্বাকার, পাতার কিনারা খাঁজকাটা ও সুগন্ধীযুক্ত হয়। পুদিনা পাতার মূল, পাতা, কাণ্ডসহ সমগ্র গাছই ঔষধিগুণে পরিপূর্ণ । নিচে এর ব্যবহার বর্ণিত হল-

১. গরমে ত্বকের জ্বালাপোড়া ও ফুসকুরি সমস্যায় কয়েকটি পুদিনার পাতা চটকে গোসলের জলেতে মিশিয়ে স্নান করলে ভালো কাজ হয়।

২. মুখের দুর্গন্ধ দুর করতে পুদিনা পাতা জলের সাথে মিশিয়ে কুলি করুন। উপকার পাবেন।

৩. পুদিনা পাতা হজম শক্তি বাড়ায়, মুখের অরুচি ও গ্যাসের সমস্যা দুর করে, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

৪. পুদিনা ত্বকের যে কোনো সংক্রমণকে ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে। শুকনো পুদিনা পাতা ফুটিয়ে পুদিনার জল তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিন। এক বালতি জলতে দশ থেকে পনেরো চামচ পুদিনার জল মিশিয়ে স্নান করুন। এর ফলে গরমকালে শরীরে ব্যাকটেরিয়া জনিত বিশ্রী দুর্গন্ধের হাত থেকে রেহাই পাবেন, কেননা পুদিনার অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট গুণ অতুলনীয়। ঘামাচি, অ্যালার্জিও হবে না।

৫. পুদিনা পাতার রস তাৎক্ষণিক ব্যথানাশক উপাদান হিসেবে কাজ করে। পুদিনা পাতার রস চামড়ার ভেতর দিয়ে নার্ভে পৌঁছে নার্ভ শান্ত করতে সহায়তা করে। তাই মাথা ব্যথা বা জয়েন্টে ব্যথা উপশমে পুদিনা পাতা ব্যবহার করা যায়। মাথা ব্যথা হলে পুদিনা পাতার চা পান করতে পারেন। অথবা তাজা কিছু পুদিনা পাতা চিবিয়ে খেতে পারেন। জয়েন্টে ব্যথায় পুদিনা পাতা বেটে প্রলেপ দিতে পারেন।

৬. পুদিনা পাতার চা শরীরের ব্যাথা দুর করতে খুবই উপকারি।

৭. মাইগ্রেনের ব্যাথা দুর করতে নাকের কাছে টাটকা পুদিনা পাতা ধরুন।এর গন্ধ মাথাব্যাথা সারাতে খুবই উপকারি।

৮. কোন ব্যক্তি হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেলে তার নাকের কাছে পুদিনা পাতা ধরুন। জ্ঞান ফিরে আসবে।

৯. অনবরত হেচকি উঠলে পুদিনা পাতার সাথে গোলমরিচ পিষে ছেঁকে নিয়ে রসটুকু পান করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেচকি বন্ধ হয়ে যাবে।

১০. গোলাপ, পুদিনা, আমলা, বাঁধাকপি ও শশার নির্যাস একসঙ্গে মিশিয়ে টোনার তৈরি করে মুখে লাগালে তা ত্বককে মসৃণ করে তোলে।

১১. পুদিনা পাতায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস -এর চমৎকারী গুণাগুণ যা পেটের যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে খুব দ্রুত। যারা হজমের সমস্যা এবং পেটের ব্যথা কিংবা পেটের অন্যান্য সমস্যায় ভুগে থাকেন তারা খাবার পর এককাপ পুদিনা পাতার চা খাওয়ার অভ্যাস করুন। ৬/৭টি তাজা পুদিনা পাতা গরম জলতে ফুটিয়ে মধু মিশিয়ে খুব সহজে পুদিনা পাতার চা তৈরি করতে পারেন ঘরে।

১২. পুদিনাপাতা পুড়িয়ে ছাই দিয়ে মাজন বানিয়ে দাত মাজলে মাড়ি থাকবে সুস্থ, দাঁত হবে শক্ত ও মজবুত।

১৩. দীর্ঘদিন রোগে ভুগলে বা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য থাকলে অনেক সময় অরুচি হয়। এক্ষেত্রে পুদিনা পাতার রস ২ চা চামচ, কাগজি লেবুর রস ৮-১০ ফোঁটা, লবণ হালকা গরম জলতে মিশিয়ে সকাল বিকাল ২ বেলা খান। এভাবে ৪-৫ দিন খেলে অরুচি দুর হয়ে যাবে।

১৪. তাৎক্ষণিকভাবে ক্লান্তি দুর করতে পুদিনা পাতার রস ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। ক্লান্তি নিমিষেই দুর হয়ে যাবে।

১৫. কফ দুর করতে পুদিনা পাতার রস, তুলসী পাতার রস, আদার রস ও মধু একসাথে মিশিয়ে খান। পুরোনো কফ দুর করতেও এই মিশ্রণ অতুলনীয়।

১৬. সুস্থ হার্টের জন্য পুদিনা পাতা অনেক উপকারী। এটি রক্তে কোলেস্টরেল জমতে বাধা প্রদান করে। ফলে হার্ট থাকে সুস্থ।

» বাকী অংশ পরের সংখ্যায় »

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ল্যাপটপ কেনার আগে যে ১২টি বিষয় জানা জরুরি

ল্যাপটপ কেনার আগে যা জানা জরুরি

পূর্ব প্রকাশের পর

৪. সিপিইউ বা প্রসেসর

প্রসসর হলো কম্পিউটারের ব্রেইন। তাই ল্যাপটপ কেনার সময় কোন প্রসেসরটি নিবেন এদিকে খেয়াল রাখা দরকার। আপনার ল্যাপটপের পারফরম্যান্স এটার উপরই নির্ভর করবে।

বর্তমানে বাজারে দুই ধরণের প্রসেসর পাওয়া যায়। ইন্টেল ও এএমডি। এএমডি ইউরোপ মার্কেট দখল করলেও এশিয়ার মার্কেট এখনো ইন্টেলের দখলেই রয়েছে।

এএমডি প্রসেসরগুলো ইন্টেল থেকে একটু বেশি গরম হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। তবে এই কথাটা কতটা সত্য তা আমার জানা নেই। আপনি চাইলে এএমডি বা ইন্টেলের যেকোনো একটি প্রসেসর সিলেক্ট করতে পারেন। তবে আপনি যদি ইন্টেলের প্রসেসর নেন তাহলে কিছু সুবিধা বেশি পেতে পারেন।

বাজারে এখন ইন্টেলের কোর আই সিরিজের প্রসেসরগুলো শীর্ষে অবস্থান করছে। বর্তমানে বাজারে কোর আই-৭ নবম জেনারেশনের ল্যাপটপ পাওয়া যায়। আপনার বাজেট যদি উচ্চতর হয় তাহলে কোর আই ৭ বা কোর আই ৫ নিতে পারেন।

সাধারণ কোর আই ৭ বা কোর আই ৫ প্রসেসর সম্বলিত ল্যাপটপগুলো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। আপনি এই ধরনের ল্যাপটপ দিয়ে সকল প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবেন

বাজেট একটু কম হলে কোর আই ৩ প্রসেসরের ল্যাপটপও নিতে পারেন। তবে কখনো কোর আই ৩ প্রসেসরের নিচে কোনো প্রসেসর নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সম্প্রতি বাজারে কোর আই ৯ সম্বলিত ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এর দাম আকাশ ছোঁয়া।

৫. জেনারেশন বা প্রজন্ম

জেনারেশন এর বাংলা অর্থ হলো প্রজন্ম। জেনারেশন দ্বারা সাধরণত ল্যাপটপটি কোন প্রজন্মের তা বুঝানো হয়।

ল্যাপটপ কেনার সময় ল্যাপটপটি কোন জেনারেশনের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা জেনারেশনের উপর অনেক কিছুই নিভর্র করে। সবসময় চেষ্টা করবেন লেটেস্ট জেনারেশনের ল্যাপটপটি নিতে।

বাজারে ৪র্থ জেনারেশন থেকে শুরু করে ৯ম জেনারেশনের ল্যাপটপ পাওয়া যায়। ল্যাপটপ কেনার ক্ষেত্রে ৭ম জেনারেশনের নিচের কোনো ল্যাপটপ নেয়া যাবে না। সবচেয়ে ভালো হবে ৮ম জেনারেশনের ল্যাপটপ নিলে।

৬. গ্রাফিক্স

ল্যাপটপে সাধারণত একটি বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স কার্ড সংযুক্ত থাকে। তবে আপনি যদি গ্রাফিক্সের কাজ করেন বা ভিডিও এডিটিং এর কাজ করেন কিংবা হাই-এন্ড গেমস খেলতে চান তাহলে গ্রাফিক্স চিপের প্রয়োজন হবে।

বলে রাখা ভালো ল্যাপটপের কিছু পার্টস পরিবর্তন করা গেলেও গ্রাফিক্স কার্ড পরিবর্তন করা যাবে না। তাই ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড/এক্সটর্নাল গ্রাফিক্স প্রয়োজন হলে তা কেনার সময়ই নিয়ে নিতে হবে। কারণ ল্যাপটপ ম্যানুফেকচারিং এর সময় গ্রাফিক্স সহ/ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরি হয়।

আপনি ডেস্কটপের মতো ল্যাপটপেও এনভিডিয়া এবং এএমডি সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড নিতে পারে। এনভিডিয়া গ্রাফিক্স কার্ড চাইলে জিটিএক্স বা আরটিএক্স সিরিজের কার্ডগুলো নিতে পারেন।

জিটিএক্স সিরিজের মধ্যে জিটিএক্স ১০৫০ থেকে শুরু করে জিটিএক্স ১৬৬০ পর্যন্ত রয়েছে এবং আরটিএক্স সিরিজের মধ্যে আরটিএক্স ২০৫০ থেকে শুরু করে আরটিএক্স ২০৮০ পর্যন্ত রয়েছে। জিটিএক্সের তুলনায় আরটিএক্স সিরিজের ল্যাপটপগুলোর দাম অনেকটাই বেশি।

৭. র‍্যাম

ল্যাপটপ কেনার সময় র‍্যামের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি আপনি ল্যাপটপে স্মুথ পারফরম্যান্স পেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ৪ জিবি অথবা তার থেকে বেশি র‍্যামের ল্যাপটপ কিনতে হবে।

আর যদি আপনি ল্যাপটপে গেমিং বা ভিডিও এডিটং এর মতো কাজগুলো করার চিন্তা করেন তাহলে আপনার ৮ জিবি বা ১৬ জিবি র‍্যামের প্রয়োজন পরবে। র‍্যামের ক্ষেত্রে ডিডিআর (Double Data Rate) এবং বাস স্পিড এর দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বাকী অংশ পরের সংখ্যায়

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

কাবাডি খেলার আদি ইতিহাস ও নিয়ম কানুন

পূর্ব প্রকাশের পর

৭নং নিয়মঃ রেইডার বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার আগেই ক্যান্ট বা ডাক আরম্ভ করবেন। যদি ক্যান্ট বিলম্বে শুরু করে তবে রেফারি বা আম্পায়ার রেইডারকে নিজ কোর্টে ফেরৎ পাঠাবেন এবং সতর্ক করে দেবেন। এর ফলে বিপক্ষকে রেইড করার সুযোগ দেয়া হবে। এ অবস্থায়ও বিপক্ষ দল রেইডারকে তাড়া করতে পারবে না।
নোটঃ রেইডার যদি দেরিতে ক্যান্ট বা ডাক শুরু করে এবং কোন এ্যান্ট্রিকে স্পর্শ করে তাহলেও এ্যান্ট্রি আউট হবে না।

৮নং নিয়মঃ কোন রেইডারকে সতর্ক করে দেয়ার পরও যদি তিনি উলেখিত ৬ ও ৮ নং নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে রেফারি বা আম্পায়ার বিপক্ষকে একটি পয়েন্ট দেবেন। তবে আইন অমান্যকারী রেইডার আউট হবেন না।

৯নং নিয়মঃ রেইডার বিপক্ষের কোর্ট পরপর তিনবার রেইড করবেন। পরপর তিনবার রেইড করার পরও যদি রেইডার কোন পয়েন্ট লাভ করতে না পারেন তবে বিপক্ষ একটি পয়েন্ট পাবে। ব্যার্থ রেইডের জন্য আম্পায়ার এই পয়েন্ট ঘোষনা করবেন এবং স্কোরশীটে চিহ্ন দিয়ে ধারাবাহিক ফলাফল রক্ষা করবেন। লোনা, বিরতির পর বা অতিরিক্ত সময়ের খেলায় এই ব্যর্থ রেইড গণ্য হবে না।

নোটঃ প্রত্যেক আম্পায়ার তর ডান দিকের কোর্টে অংশগ্রহণকারী খেলোযারদের এই নিস্ফল রেইড গুনবেন। দু'বার ব্যর্থ রেইড হয়ে গেলে তৃতীয়বার রেইড শুরুর আগেই আম্পায়ার তৃতীয় ও শেষ রেইড করার মধ্যে যদি একবার পয়েন্ট অর্জিত হয় তবে পুনরায় নতুন করে নিস্ফল গোনা শুরু হবে।

১০নং নিয়মঃ একজন রেইডার নিরাপদে কোর্টে ফেরার পর অথবা বিপক্ষের কোর্টে ধরা পড়ে আউট হলে বিপক্ষ দল সেকেন্ডের মধ্যে রেইড করবে। এভাবে খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেইড চলতে থাকবে।

নোটঃ রেফারি ও আম্পায়ার ৫ সেকেন্ডের বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।

১১নং নিয়মঃ যদি কোন রেইডার এ্যান্ট্রি দ্বারা ধরা পড়ে স্ট্রাগল করার পর নিজের কোর্টে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে তবে বিপক্ষ দল তাড়া করতে পারবে না।

নোটঃ যদি কোন রেইডার কোন এ্যান্ট্রিকে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে

ফিরে আসে তবে তাকে তাড়া করা যাবে না।

১২নং নিয়মঃ বিপক্ষের কোর্টে একসাথে একজন রেইডার রেইড করবেন। কখনোই একজনের অধিক হবে না। যদি একাধিক রেইডার একসাথে রেইড করে তবে রেফারি তাদের সকলকে নিজের কোর্টে ফেরৎ পাঠাবেন এবং এ কারণে তাদের রেইড কারা সুযোগ বাতিল করে বিপক্ষকে রেইড করার সুযোগ দেবেন। এ অবস্থায় রেইডারগণ কোন এ্যান্ট্রিকে ছুঁয়ে দিলে তা কার্যকরী হবে না। এ সময় রেইডারকে তাড়া করা যাবে না।

১৩নং নিয়মঃ একসাথে একাধিক রেইডার বিপক্ষের কোর্টে হানা দিলে রেফারি বা আম্পায়ার সতর্ক করে দেবেন। সতর্ক করার পরও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে রেফারি বা আম্পায়ার প্রথম প্রবেশকারী রেইডার ছাড়া বাকি সবাইকে 'আউট' বলে ঘোষনা করবেন। রেফারি রেইডারদেরকে সতর্ক করবেন।

১৪নং নিয়মঃ বিপক্ষের কোর্টে হানা দেয়ার সময় কোন রেইডার ক্যান্ট বা ডাক বন্ধ করলে তিনি আউট হবেন।

১৫নং নিয়মঃ রেইডার এ্যান্টির কোর্টে ধরা পড়লে এ্যান্টিগণ রেইডারকে অবৈধভাবে (নাক মুখ আটকিয়ে আহত হতে পারে এমন কৌশল অবলম্বন করে অথবা অন্যভাবে) আটকাতে পারবে না। এমন করলে রেইডার আউট হবে না বরং এ্যান্টিকে সতর্ক করে দেবেন।

বাকী অংশ পরের সংখ্যায়

অগ্রদূত ডেস্ক

বাংলাদেশ স্কাউটসের তরুণদের জন্য অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ১৫ মার্চ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে অনলাইন সেইফটি (সাইবার ক্রাইম) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার ও সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল এবং নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন সানি।

অনলাইন সেইফটি কি, ইনসিকিউরিটির প্রকৃতি, ধরণ ও ইন্টারনেট থ্রেট, যুবাদের উপর অনলাইনের প্রভাব, অনলাইনের ক্ষতিকর ও ভাল দিক, ছেলে-মেয়েরা কিভাবে অনলাইন ব্যবহার করে এবং খারাপ বিষয়গ্রলো থেকে কিভাবে নিজেদেরর রক্ষা করা যায়, সরকারি নীতিমালা, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন-২০১৮ এর বিষয়বস্তু ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোর্সটির মুল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়া কোর্সটির অন্যান্য উদ্দেশ্য হল কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে জানা; ইন্টারনেটের খারাপ ও ভালো দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারা; কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা ইন্টারনেটের ভালো দিকসমূহ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া এবং অপরকে ব্যবহার করতে সাহায্য করতে পারা; ইন্টারনেটের খারাপ ও অপ্রয়োজনীয় দিকসমূহ এড়িয়ে চলার উপায় জানতে পারা এবং অপরকে এড়িয়ে চলতে সাহায্য করতে পারা।

কোর্সটিতে স্কাউটার, গার্ল ইন রোভার স্কাউট এবং রোভার স্কাউটসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করে। বিকাল ৫টায় কোর্সটি সমাপ্ত হবে। বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রোগ্রাম কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কোর্সটি বাস্তবায়িত হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

"আর্থ আওয়ার" পালন

স্কাউটিং বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত একটি শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে স্কাউটরা তাদের ব্যক্তি জীবনে, মানবকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সকলের। এই ধরিত্রীকে রক্ষায় বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপি আগামী ২৮ মার্চ ২০২০ শনিবার "আর্থ আওয়ার" পালন করা হয়। আর্থ আওয়ার উদযাপনে নিম্নরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১. ২৮ মার্চ ২০২০ শনিবার আর্থ আওয়ার উদযাপন বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ম্যাসেঞ্জারে এসএমএস

করে ও মোবাইল কল করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়;

২. আর্থ আওয়ার উদযাপনের জন্য বৈশ্বিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ৮:৩০ মিনিট থেকে রাত ৯:৩০ মিনিট পর্যন্ত ১ (এক) ঘন্টা সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ/ব্যবহার সীমিত রাখা হয়;

৩. আর্থ আওয়ার বিষয়ক পোস্টার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয় এবং

৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে ব্যাডেন পাওয়েল চত্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ০৯ মার্চ ২০২০ তারিখ ব্যাডেন পাওয়েল চত্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। স্কাউটস এর প্রতিষ্ঠাতা বরার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউটিং প্রবর্তন করে। তাঁর নামানুসারে এই চত্বর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ-কমিশনার, কর্মকর্তাসহ স্কাউটবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সুদূর ইউকে থেকে আনা বিশ্বের পদচিহ্নের রেপলিকা উন্মোচন করা হয়।বর্তমান বিশ্বে ১৭০টি দেশের অধিক রাষ্ট্রে স্কাউটিং চালু রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২০.৭০ লক্ষ স্কাউট সদস্য রয়েছে। স্কাউট সদস্য সংখ্যায় বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে বিশ্বে পঞ্চম। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে বিপি চত্বর স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পাবে। চত্বরটি দেশ ও বিদেশ থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, স্কাউট ও সৌন্দর্য্য পিপাসুদের নিকট বিশেষ আকর্ষণ তৈরী করবে এবং ব্যাডেন পাওয়েল এর জীবনী ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা দিবে। বিপি চত্বরে সুদূর ইউকে থেকে আনা বিপি'র পদচিহ্ন উন্মোচন করা হয়। বিশ্বের পদচিহ্ন সংগ্রহে সহায়তা করেন জনাব সাদিয়া মোনা তাসনিম, হাই কমিশনার, বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন এবং সৈয়দ মোঃ জহিরুল ইসলাম, সদস্য, আইডিয়াল ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের উদ্যোগে ০৬ মার্চ ২০২০ তারিখ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে অনুশ্ঠিত হয় দিনব্যাপী মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপে দেশের সকল অঞ্চল থেকে মোট ৫০জন কর্মকতা অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) দুর্নীতি দমন কমিশন। অনুষ্ঠানে বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (আইসিটি), জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস) এবং জনাব আরশাদুর মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সৈয়দ রফিক আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন) বাংলাদেশ স্কাউটস । দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, স্কাউট ডাটা বেইজ, মোবাইল এ্যপ, রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য সমস্য চিহ্নিত করণ ও সুপারিশ তৈরী এবং উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় সদর দফতরের করণীয় বিষয়ে আরেঅচনা করা হয়। ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ আবুর কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস। বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (স্ট্রাটেজিক প্লানিং এন্ড গ্রোথ) ও জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মিরপুর অগ্নিনির্বাপনে রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণ

মিরপুর রূপনগর শেয়াল পাড়া ট ব্লক বস্তিতে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখ সকাল ৯-০০ টায় ভয়াভহ অগ্নিকান্ড ঘটে। প্রায় তিন ঘণ্টা নাগাদ আগুনে পুড়ে যায় বস্তিবাসীদের সকল ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি। ফায়ার সার্ভিস, সাধারণ জনগণ ও রোভার স্কাউটদের যৌথ প্রচেষ্ঠায় প্রায় তিন ঘন্টার পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৬০ জন রোভার স্কাউট এই অগ্নিনির্বাপন কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে আগুন নেভাতে সহায়তা করে। রক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন ও সম্পদ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগের আয়োজনে ৯ মার্চ ২০২০ তারিখ দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে আয়োজন করা হয় চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থিত বক্তব্য প্রতিযোগিতার। ঢাকার বিভিন্ন স্কাউট গ্রুপের গার্ল ইন স্কাউট, কাব ও রোভার সদস্যরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মো. হাবিবুল আলম বীর প্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রফেসর নাজমা শামস, সভাপতি, গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুব খানম, জাতীয় উপ কমিশনার ও জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নারীদের প্রতি নানা অবিচার রয়েছে। এমনকি উন্নত দেশেও আছে। এখন সময় এসেছে নারী পুরুষ সাম্যের গান গাওয়ার। নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। সমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নারীদের এগিয়ে যেতে হবে। মা হিসেবে নারীদের আসন শ্রেষ্ঠতম। অনুষ্ঠানে আলোচনা শেষে বিজয়ী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

গাজীপুরের ৪ রোভার স্কাউটের পায়ে হেঁটে দেড়শ' কিলোমিটার পরিভ্রমণ শুরু

গাজীপুরের ৪ রোভার স্কাউট পায়ে হেঁটে দেড়শ' কিলোমিটার পরিভ্রমণ শুরু করেছে। তারা হলেন, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজের রোভার স্কাউট সাইদুল ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম, সাইদুর রহমান এবং এনামুল হক। তারা প্রত্যেকেই সেবা স্তরের রোভার স্কাউট এবং ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজের ছাত্র। বৃহস্পতিবার (০৫মার্চ ২০২০)সকালে গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে জেলা প্রশাসক এসএম তরিকুল ইসলাম তাদের ভ্রমন কর্মসূচি উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাসারউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা রোভার এর কমিশনার রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার শামিম আহসান, আশিকুর রহমানসহ স্কাউট কর্মাকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা রোভার এর যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন জানান তারা ৫জন একটানা ৫দিন পায়ে হেঁটে নরসিংদী সরকারী কলেজ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবে। পথিমধ্যে এই যুবকরা বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, মনোহরদি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, বেলাবো ডাকবাংলোতে রাত্র যাপন করবে। ৫দিনে সফলতার সাথে এই পরিভ্রমন সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অর্জন করবে বলেও জানান এ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন।

■ প্রতিবেদক: **মীর মোহাম্মদ ফারুক**
গাজীপুর

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্দেশনায় ১০ মার্চ ২০২০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার রোভারের আওতাধীন আলোকিত আইডিয়াল ওপেন স্কাউট গ্রুপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালায়। রোভাররা জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণসহ মৌখিক বার্তার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে।

উল্লেখ্য যে, গত ৯ মার্চ ২০২০ সকাল ১০ টা হতে বেলা ০২ টা পর্যন্ত আলোকিত আইডিয়াল ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর কার্যালয়ে গ্রুপের সকল রোভার এবং গার্ল ইন

রোভারদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালা পরিচালনা করেন অত্র গ্রুপের প্রতিষ্ঠা সম্পাদক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ লিমন মিয়া। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাদ্দাম হোসেন এবং গ্রুপ কমিটির সদস্য জনাব দারুল ইসলাম।

উক্ত কর্মশালায় রোভারদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয় এবং জনসাধারণকে সতর্ক থাকার বার্তা পৌছানোর আহবান জানানো হয়। কর্মশালায় ২৫ জন রোভার অংশগ্রহণ করেন।

■ প্রতিবেদক: **মোঃ লিমন মিয়া**
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রতিনিধি, অগ্রদূত ও সদস্য,
মিডিয়া টিম, বাংলাদেশ স্কাউটস।

ঢাকা অঞ্চল

নারায়ণগঞ্জ জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা

৯ মার্চ (সোমবার) নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে জেলা স্কাউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটসের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। তিনি বলেন- যে সকল প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত নয় ওই সকল বিদ্যালয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। আমাদের প্রত্যেকটা কাজে যেন স্কাউটের অনুভুতি থাকে। স্কাউটস সবার থেকে একধাপ এগিয়ে। শত দুর্যোগ, বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে স্কাউটস এগিয়ে যায়। নারায়ণগঞ্জও এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু জায়গায় আমাদের ব্যর্থতা থাকতে পারে। জেলা স্কাউটস সভাপতি হিসেবে তার দায় দায়িত্ব আমার উপরই পরে। হয়ত অনুভূভিটা এখনো ওই পর্যায় নিতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা শত সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের। এই জেলা সারা বাংলাদেশেকে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে। বাংলাদেশ স্কাউটস যে মূলমন্ত্র নিয়ে এগোচ্ছে তা অবিস্বরণীয়। আমরা স্কাউটের পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে শতভাগ স্কাউট ঘোষণা করছি। স্কাউটস বিনয়ী ও বিশ্বাসী হতে শিখায়। নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রেহেনা আকতারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা অঞ্চল স্কাউটসের উপ-কমিশনার একে এম মোস্তফা কামাল, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদা বারিক, বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুল্কা সরকার, রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মমতাজ বেগম, সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাইদুল ইসলাম সহ আরও অনেকে।

■ প্রতিবেদক: **নারায়নগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি**
অগ্রদূত

চট্টগ্রাম অঞ্চলে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিষয়ক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পরিচালনা এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১৮ মার্চ ২০২০ খ্রি. চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক সদর দফতরে দিনব্যাপী গবেষণা ও মূল্যায়ন বিষয়ক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ আবদুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব শাহেদা আক্তার। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক, জাতীয় কমিটির সদস্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ওয়ার্কশপে গবেষণা ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম এর দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়া জেলা স্কাউটস এর বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়। 'ইউনিট অধিক কার্যকর করার উপায় নির্ধারণ, কাবিং থেকে স্কাউটিং এবং স্কাউটিং থেকে রোভারিং এ ড্রপ আউট এর কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ও এই অবস্থান থেকে উত্তোরণের কৌশল, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিন্তু ইউনিট গঠন করেন নাই (ড্রপ আউট)ঐ লিডারদের আন্দোলনে সম্পৃক্তকরলের কৌশল নির্ধারণ ও এক্ষেত্রে সম্ভবনা কমিউনিটি বেইজড স্কাউটিং (মুক্ত দল) সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়।

ওয়ার্কশপে গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে তালিকাভূক্ত ইউনিটসমূহ নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণ চিহ্নিতকরণ ও সক্রিয় করার সুপারিশ, প্রতিষ্ঠান প্রধান/গ্রুপ সভাপতিগণকে স্কাউটিংয়ে আগ্রহীকরণ ও গ্রুপের কার্যক্রমে অধিকহারে সম্পৃক্তকরণের সুপারিশ, উপজেলা পর্যায়ে স্কাউটিং কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনায় উপজেলা স্কাটসের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিতকরুন এবং সুপারিশ প্রণয়নকরণ এবং জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কাউট স্বেচ্ছাসেবী নেতাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। অতপর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিষয়ক আঞ্চলিক কমিটি গঠন ও কার্যপরিধী নির্ধারণ করা হয়। একইসাথে জেলা স্কাউটসের প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সংগঠন বিভাগের কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করা হয়। মুক্ত আলোচনাশেষে ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়।

ওয়ার্কশপটি দুই দিনব্যাপী হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে একদিনে সমাপ্ত হয়। ৫০ জন স্কাউটার ওয়ার্কশপটিতে অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

৪র্থ উপজেলা স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস কামারখন্দ উপজেলার আয়োজনে জামতৈল ধোপাকান্দি সরকারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ -১২ মার্চ ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী ৪র্থ কামারখন্দ মুজিব শতবর্ষ উপজেলা স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮ মার্চ সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা, স্কাউট পতাকা ও ফেস্টুন উড়িয়ে এই মুজিব শতবর্ষ স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কামারখন্দ ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস কামারখন্দ উপজেলা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, কামারখন্দ উপজেলা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাবেশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এস. এম শহিদুল্লাহ সবুজ, চেয়ারম্যান, কামারখন্দ উপজেলা পরিষদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামারখন্দ উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সম্পা রহমান।

১১ মার্চ সন্ধা ৭টায় মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, কামারখন্দ উপজেলা, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অগ্নিপ্রজ্জলনের মাধ্যমে মহাতাঁবু জলসার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এস. এম শহিদুল্লাহ সবুজ, চেয়ারম্যান, কামারখন্দ উপজেলা পরিষদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামারখন্দ উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সম্পা রহমান। এ সময়ে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কামারখন্দ উপজেলা স্কাউটস কমিশনার মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং সম্পাদক মোঃ আকবর আলী। মহাতাঁবু জলসা সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন ৪র্থ কামারখন্দ মুজিব শতবর্ষ স্কাউট সমাবেশের প্রোগ্রাম চীফ মোঃ খালেকুজ্জামান খান, (এ,এলটি) সমাবেশে কামারখন্দ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৩টি স্কাউট দল, অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে থীম নির্ধারণ করা হয় 'স্কাউটিং করব দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের নবনির্বাচিত কার্যনিবাহী কমিটির সহ সভাপতি মোঃ নাজমুল হোসাইন ।

■ প্রতিবেদক: **মো. হোসেন আলী (ছোট্ট)**
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি, অগ্রদূত

৫ম উপজেলা মুজিব শতবর্ষ স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, বেলকুচি উপজেলার সোহাগপুর নতুনপাড়া আলহাজ্ব সিদ্দিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ - ৬ মার্চ ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ৫ম উপজেলা মুজিব শতবর্ষ স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১মার্চ সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা, স্কাউট পতাকা ও ফেস্টুন উড়িয়ে ৫ দিনব্যাপী এই স্কাউট সমাবেশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জনাব ড. ফারুক আহাম্মদ, জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা। উদ্বোথনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফিরোজ মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজগঞ্জ ও সহ -সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ

জেলা এবং সরকার ছানোয়ার হোসেন (এল.টি), সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা।

৫ মার্চ সন্ধা ৭টায় মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস বেলকুচি উপজেলা স্কাউটস

সিরাজগঞ্জ ও বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিফাত ই জাহান এর সভাপতিত্বে মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ হেলাল উদ্দিন, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস বেলকুচি উপজেলা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অগ্নিপ্রজ্জলনের মাধ্যমে মহাতাঁবু জলসার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জাতীয় সংসদ সদস্য -৬৬ সিরাজগঞ্জ ৫ বেলকুচি আসনের মাননীয় এম.পি জনাব আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল মমিন মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোহাগপুর নতুনপাড়া আলহাজ্ব সিদ্দিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ সাজজাদুল হক রেজা এবং বাংলাদেশ স্কাউটস বেলকুচি উপজেলার কমিশনার এস. এম শহিদুল রেজা। মহাতাঁবু জলসার উপর দিগ নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ খালেকুজ্জামান খান (এ এলটি) ও প্রোগ্রাম চীফ ৫ম উপজেলা মুজিব শতবর্ষ স্কাউট সমাবেশ বেলকুচি সিরাজগঞ্জ প্রমূখ। উক্ত মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সিফাত ই জাহান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বেলকুচি ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস বেলকুচি উপজেলা। সমাবেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪০টি স্কাউট ইউনিট ও ১৫ জন সমাবেশ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে থীম নির্ধারণ করা হয় স্কাউটিং করব দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ব। স্কাউটদের কলরবে সমাবেশ এলাকা ছিল আনন্দ মুখর পরিবেশ। সকালে বিপি পিটির মাধ্যমে সারাদিন স্কাউটদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পায়।

■ প্রতিবেদক: **মো. হোসেন আলী (ছোট্ট)**
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি, অগ্রদূত

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজিত

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১৫ মার্চ! ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা জেলা রোভার এর ব্যবস্থাপনায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজিত হয়। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন রোভার অঞ্চলের সম্মানিত উপ পরিচালক জনাব শিকদার রুহুল আমীন (এল. টি), জনাব শফিকুল ইসলাম (সহ সভাপতি, খুলনা জেলা রোভার), জনাব তাপস কান্তি সমদ্দার (এল. টি), বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা জেলা রোভার কমিশনার জনাব এ মজিদ খান, জনাব খালেদা বেগম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খুলনা জেলা রোভার সম্পাদক জনাব মাহমুদ হোসেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত খুলনা জেলা রোভারের ৫৫ জন রোভার লিফলেট বিতরণ ও জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করেন। কার্যক্রমটি নবনির্মিত খুলনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

■ প্রতিবেদক: **সাদিয়া কবীর পৃথা**
সিনিয়র রোভার মেট
সরকারি বি এল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ গার্ল ইন রোভার ইউনিট এবং জেলা প্রতিনিধি, খুলনা জেলা রোভার

কুড়িগ্রাম শহরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

কুড়িগ্রামে ১৫ মার্চ, ২০২০ বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতরের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলার ব্যবস্থাপনায় কুড়িগ্রামে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন ও লিফলেট বিতরন করা হয়। জেলা শহরের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কাউট, গার্ল-ইন-স্কাউট ও স্কাউটারগণ এই ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পেইন চলাকালীন বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রেরিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ব্যানার ও ফেস্টুন স্থাপন করা হয়।

স্কাউটরা ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে শহরের মোড়ে মোড়ে পথ চারীদের ও দোকানপাটে লিফলেট বিতরণ করে। এছাড়া শহরের সকল বিদ্যালয়ে ক্যাম্পেইন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পেইনে নের্তৃত্ব দেন জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন, এলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নুরুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, একেএম সামিউল হক -এলটি, মোশারফ হোসেন ফারুক, কমিশানার, কুড়িগ্রাম, খন্দকার খায়রুল আনম-এলটি, মোঃ হারুন-অর-রশিদ, অধ্যক্ষ, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, মোঃ জুলফিকার আলী, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা প্রমুখ।

■ প্রতিবেদক: **স্কাউটার খন্দকার খায়রুল আনম**
লিডার ট্রেনার, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে ৪১৫তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত

কুড়িগ্রামে ৪১৫ তমকাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত গত বাংলাদেশ স্কাউটস'র পরিচালনায়, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলার সহযোগীতায় ০৩-০৮ মার্চ ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪১৫ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স।

০৩ মার্চ জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন আনুষ্ঠানিকভাবে এই কোর্স এর শুভ উদ্বোধন করেন। ০৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় মহাতাঁবু জলসা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন, জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিলুফা ইয়াসমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

৮ মার্চ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীদের সনদপত্র প্রদান করে পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কোর্স লিডার মহোদয়।

কোর্স এ কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার আলেয়া খাতুন, এলটি। তাঁকে সহায়তা করেন স্কাউটার মোঃ শাহাবুদ্দিন, এলটি, স্কাউটার অতুল প্রসাদ সরকার, এলটি, স্কাউটার খন্দকার খায়রুল আনম, এলটি, স্কাউটার হাসানুল হাসিন, এএলটি, স্কাউটার আবু সায়েদ চৌধুরী, এএলটি, স্কাউটার সুধীর চন্দ্র বর্মন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর, স্কাউটার মমিনুল ইসলাম, স্কাউটার আফরোজা বাবু, সিএএলটি সম্পন্নকারী এবং কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল মালেক সরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ট্রেনিং সেন্টারের বাইরে বাংলাদেশ স্কাউটস'র ট্রেনিং বিভাগের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কুড়িগ্রাম জেলা সদরের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (টিটিসি) এর কোর্সটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

■ প্রতিবেদক: **স্কাউটার খন্দকার খায়রুল আনম**
লিডার ট্রেনার, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে ১২৯ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স অনুষ্ঠিত

কুড়িগ্রামে ০৯-১২ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায়, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১২৯তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স।

০৯মার্চ জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম জনাব মোছাঃ সুলতানা পারভীন আনুষ্ঠানিকভাবে এই কোর্স এর শুভ উদ্বোধন করেন। ১১মার্চ অনুষ্ঠিত হয় মহা তাঁবু জলসা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জনাব প্রকৌশলী মোঃ আইনুল হক, অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি), কুড়িগ্রাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোশাররফ হোসেন, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা।

১২মার্চ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীদের সনদ পত্র প্রদান করে পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কোর্স লিডার মহোদয়।

কোর্স এ কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মুক্তা লাল রায় ঈশোর, এলটি। তাঁকে সহায়তা করেন স্কাউটার মোঃ শাহাবুদ্দিন, এলটি, স্কাউটার খন্দকার খায়রুল আনম, এলটি, স্কাউটার মোঃ ফইজুল ইসলাম, এলটি, স্কাউটার শামীম আরা সীমা, এএলটি, স্কাউটার জিন্নাতুল ফেরদৌসী, এএলটি, স্কাউটার লিয়াকত আলী ভূঁঞা, সিএএলটি, স্কাউটার অপূর্ব চন্দ্র রায়, সিএএলটি, স্কাউটার হারুনুর রশীদ, সিএএলটি, এবং কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ সেকেন্দার আলী, এএলটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ট্রেনিং সেন্টারের বাইরে বাংলাদেশ স্কাউটসের ট্রেনিং বিভাগের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কুড়িগ্রাম জেলা সদরের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (টিটিসি) এর কোর্সটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

■ প্রতিবেদক: **স্কাউটার খন্দকার খায়রুল আনম**
লিডার ট্রেনার, কুড়িগ্রাম

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় কমিশনার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুল কাইউম ঠাকুর (২৭.১২.১৯৪৩ - ১৩.০৩.২০২০) ১৩ মার্চ ২০২০, রোজ শুক্রবার ভোর ৪.০০ ঘটিকায় ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা'য় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

বাংলাদেশ স্কাউটস প্রথম নারী জাতীয় কমিশনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সুলতানা সারওয়াত আরা জামান (০৯.০৬.১৯৩২ - ২২.০৩.২০২০) ২২ মার্চ ২০২০, রোজ রবিবার বেলা ০৩.০০ ঘটিকায় ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আমরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

করোনা ভাইরাস

ভয় না করে প্রতিরোধ করুন

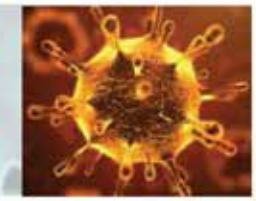

কিভাবে ছড়ায়

বায়ু বাহিত রোগ যা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়
হাঁচি-কাশির মাধ্যমে
আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে
ভাইরাস আছে এমন কিছু স্পর্শের মাধ্যমে
হাত না ধুয়ে চোখ,নাক বা মুখ স্পর্শ করলে
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে
মানুষ ও আক্রান্ত প্রাণী থেকে

লক্ষণসমূহ

সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথাব্যাথা, গলাব্যাথা, মারাত্মক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও ব্রংকাইটিসও হতে পারে

প্রতিরোধ

- সাবান, হ্যান্ডওয়াশ বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া
- হাত না ধুয়ে মুখ, চোখ বা নাক স্পর্শ না করা
- হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা
- কিছু খাওয়া কিংবা রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া
- মাংস ও ডিম ভালোভাবে সেদ্ধ করে খাওয়া
- প্রচুর ফলের রস এবং পর্যাপ্ত পানি পান করা
- মুখে মাস্ক ব্যবহার করে বাইরে বের হওয়া
- গণপরিবহনে চলাচলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা
- ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলা
- নিয়মিত থাকার ঘর এবং কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা
- অপ্রয়োজনে ঘরের দরজা ও জানালা খুলে না রাখা

প্রচারে:
বাংলাদেশ স্কাউটস

করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দিলে অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 64, Issue 03, March 2020

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578